



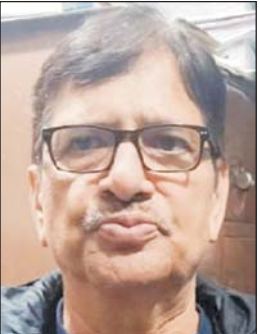
প্রতিবাদী কলম

PRATIBADI KALAM • Daily • 13th Year, 45 Issue • 16 February, 2022, Wednesday • ৩ ফাল্গুন, ১৪২৮, বুধবার • আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা • ৮ পৃষ্ঠা • ৫ টাকা • R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

টলমল সময়ে বাদল বধে ইডি!

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,আগরতলা,১৫ ফেব্রুয়ারি।। উপ বিরোধী-দলনেতা বাদল চৌধুরী’র বিরুদ্ধে নেমেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টোরেট(ইডি)। শুধুই বাদল চৌধুরীই নন, আগরতলা ফ্লাইওভার মামলায় যাদের অভিযুক্ত করা হয়েছে, তাদের ও তাদের স্ত্রীদের বিরুদ্ধে ইডি তদন্ত শুরু করেছে মানি লন্ডারিং আটকানোর জন্য ২০০২ সালের যে আইন রয়েছে, সেই আইনে। টাকা পাচারের অভিযোগে এই তদন্তে চার মহকুমা শাসক, তিন সাব-রেজিস্ট্রার এবং ল্যান্ড রেকর্ড ও সেটেলমেন্ট’র অধিকর্তাকে ইডি চিঠি দিয়ে তথ্য আনতে চেয়েছে। চিঠি পেছে ইডি’র আগরতলা সাব-জোনাল অফিস থেকে। আগরতলায় ইডি’র অফিস খোলার পর এটিই তাদের বড়সড় তদন্ত, মানে বড় নাম জড়িয়ে আছে এমন তদন্ত এটিই প্রথম। বিরোধী রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে ইডি’র তদন্ত নানা বিতর্ক তৈরি করেছে গত কয়েক বছরে। এতদিন অন্যান্য রাজ্য থেকে এমন শোনা যেত, এখন সেই তালিকায় ত্রিপুরার নামও যোগ হল। ইডি’র অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর বিকাশ ফোগত রাজ্যের সাত অফিসারকে লিখেছেন, “প্রিভেনশন অব মানি লন্ডারিং আক্ট,২০০২-র ধারা অনুযায়ী শ্রী বাদল চৌধুরী এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে এই অফিস তদন্ত শুরু করেছে। ...

অনুরোধ করা হচ্ছে নীচের টেবিলের ব্যক্তিদের নামে নথীভুক্ত যেকোনও স্থাবর সম্পত্তির বিক্রির দলিল/লিজের দলিল/উপহার দলিল-র কপি দেওয়ার জন্য।” সাথে একটি টেবিলে ছয় জনের নাম আছে। প্রথমেই বাদল চৌধুরী’র নাম, তার প্যান নম্বর, ও দক্ষিণ ত্রিপুরায় ও আগরতলায় তার টিকানা। তার পরেই তার স্ত্রী’র নাম, নমিতা গোপ। তিন নম্বরে পূর্ত দফতরের প্রাক্তন চিফ



ইঞ্জিনিয়ার সুনীল ভৌমিক ও চার নম্বরে তার স্ত্রী’র নাম কল্যাণী ভৌমিক। পাঁচ নম্বরে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যসচিব যশপাল সিং, ছয়ে তার স্ত্রী’র নাম। তাদের দুইজনের আধার নম্বরও দেওয়া আছে, অন্যদের বেলায় নেই। প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী বাদল চৌধুরী, প্রাক্তন চিফ ইঞ্জিনিয়ার সুনীল

ভৌমিক ও প্রাক্তন মুখ্যসচিব যশপাল সিং আগরতলা ফ্লাইওভার মামলায় অভিযুক্ত। বিজেপি সরকার এই তিনজনকে টাকা নয়-ছয়ের অভিযোগে গ্রেফতার করেছিল। প্রত্যেকেই প্রায় তিন মাস করে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে ছিলেন, চার্জশিট জমা না হওয়ায় তারা জামিন পেয়ে যান। জামিন যে পেয়েছেন তারা তাও বহদিন হয়ে গেছে। সবার শেষে গ্রেফতার

দুই ব্যক্তির আইনজীবীরাও এই মামলায় কোনও সারবত্তা নেই বলে দাবি করেছেন। সরকারি উকিল রতন দত্ত একাধিকবার এটাই ত্রিপুরার সবচেয়ে বড় আর্থিক ‘ঘোটালা’ বলেছেন, ‘অভিযোগ’ নয়, সরাসরি ‘ঘোটালা’ বলেছেন। বাদল চৌধুরীকে পুলিশ গ্রেফতার করতে সারা রাজ্যে অভিযান চালিয়েছে, পারেনি, বাদল চৌধুরী নিজে গিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলে, পুলিশ তাকে গ্রেফতার দেখাতে পেরেছে। পুলিশের জাফা টিম পত্রিকা অফিস, পাটি অফিস, এমএলএ হোস্টেলে গেছে বাদল চৌধুরীকে খুঁজতে। মানুষের বাড়িতে আলমিরা, বস্ত্রখাট খুলে এক সত্তরোর্থ অসুস্থকে খুঁজছে। নাকা বসিয়ে গাড়ি ধামিয়েছে। পুলিশের ডিজিপি পথে মেনেছেন। অবস্থা এমনই হয়েছিল যে আইপিএস অফিসারকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। ঘন ঘন বদল হয়েছেন অফিসার। এমন হাস্যকর তোড়জোড়ের পরেও এখনও চার্জশিট জমা পড়েনি আলমতে। বাদল চৌধুরী ও সুনীল ভৌমিকের ক্ষেত্রে মানবাধিকার

লঙ্ঘনের গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। পশ্চিম আগরতলা থানার কিছু ভিডিও ফুটেজ এই প্রশ্ন তৈরি তে রসদ জুগিয়েছে। ধসাত্মকভিত্তি, লঙ্ঘনের গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। পশ্চিম আগরতলা থানার কিছু ভিডিও ফুটেজ এই প্রশ্ন তৈরি তে রসদ জুগিয়েছে। ধসাত্মকভিত্তি,

গেরুপাঙ্গী ডাক্তার ও তার সহকর্মীদের বিরুদ্ধেও অভিযোগ উঠেছে। বাম আমলে তৈরি আগরতলা ফ্লাইওভারের খুঁত ধরতে বিজেপি আমলে পর পর দেশের নামজাদা দুই সরকারি সংস্থাকে ডেকে আনা হয়েছে, তারা কোনও খুঁত পাননি, উল্টে দরজা প্রশংসা করে গেছেন। ইডি’র আগরতলা অফিস ল্যান্ড রেকর্ড অ্যান্ড সেটেলমেন্ট’র অধিকর্তা, জিরানিয়া, বিলোনিয়া ও সদর’র মহকুমা শাসকদের ও সাব-রেজিস্ট্রারদের চিঠি দিয়ে তথ্য চেয়েছে। ইডিকে ‘হেনস্তা করার অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করার অভিযোগ আছে। ‘দ্য প্রিন্ট’ সংবাদ সাইটের এক খবরে বলা হয়েছে, এই সংস্থারই ডিরেক্টর সঞ্জয় কুমার মিশ্রই এই বিষয়টি টের পেয়ে দায়িত্ব নিয়ে কর্মীদের বলেছিলেন যে তদন্ত যেন অভিযোগের বিষয় বস্তুর ওজনের নিরিখেই হয়, সংস্থার গ্রহণযোগ্যতা ফিরিয়ে আনতে হবে। ‘হেনস্তার উপকরণ’ হিসাবে তা ব্যবহৃত হচ্ছে। সাম্প্রতিক অতীতে সংস্থার বদনাম হয়েছে বলেও মিশ্র ইঙ্গিত

● এরপর দুইয়ের পাভায়

ডিমোশন ড. অলকের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। আখাউড়া বর্মণ পরিবারের বাড়িতে নিয়মিত আসা-যাওয়ার মধ্য দিয়ে রাজনীতিতে হাতখড়ি। মহারাজা বীরবিক্রম মহাবিদ্যালয়ের এই গুণী অধ্যাপক ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত অধ্যাপকের চাকরিতে যোগদানের আগে থেকেই মানুষের মধ্যে অন্য মাত্রায় রাজনীতির বার্তা পৌছে দিতে পেরেছেন। বর্মণ পরিবারের ছত্রছায়ায় ডানপন্থী রাজনীতিতে তিনিই ছিলেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসাবে অন্যতম রাজনৈতিক শিক্ষক। কংগ্রেস হয়তো তাকে সেভাবে মূল্যায়ন করতে পারেনি কিংবা ‘ব্যবহার’ করেনি। বিজেপিতে তিনি চলে গেছেন। সেখানে গিয়ে যথেষ্ট সন্মান পেয়েছেন। বিজেপি দলের জেলা সাংগঠনিকস্তরের গুরুত্বপূর্ণ জেলা সভাপতি তিনি। বর্তমানে আগরতলা পূর্ব নিগমের ‘শুধু’ কর্পোরেটর। তিনি ড. অলক ভট্টাচার্য। ● এরপর দুইয়ের পাভায়

সন্ধ্যায় সন্ধ্যা’র শেষকৃত্য

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। ‘তুমি না হয় রহিতে কাছে/কিছুক্ষণ আরো না হয় রহিতে কাছে/আরো কিছু কথা না হয় বলিতে মোরে/...এই মধুক্ষণ মধুময় হয়ে না হয় উঠিত ভরে/সূরে সুরভিতে না হয় ভরিতে বেলা/মোর এলাচুল লয়ে বাতাস করিতে খেলা.../কিছুক্ষণ আরও না হয় রহিতে কাছে।’— মঙ্গলবার সুর সমাজী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণের খবরটি ছড়িয়ে পড়তেই



লাঞ্ছা-কোটি সঙ্গীত পিপাসুদের মনে বারবার এই গানটি গুন গুন করছে। ‘পথে হলো দেরি’ সিনেমার শিল্পীর কণ্ঠে গাওয়া এই গানটি এদিন প্রয়াত শিল্পীর শেষ মুহূর্তটিকে মরমের কথা আর ভাবের লীলায় গেঁথে রেখেছে। ‘ভারতরত্ন’ সন্মান পাওয়ার যোগ্য শিল্পী তিনি। পাননি। এই বিতর্ককে বাঙালির মজ্জায় বাঁচিয়ে রেখেই জীবনের দৌড়কে ৯০ বছর বয়সে টা-টা করলেন সন্ধ্যাদেবী। কোন ইচ্ছধনু যে তাঁর গানে স্বপ্ন

ছড়িয়ে দিত কে জানে! সব কথা-গান সূরে সূরে কী করে যে রূপকথা হয়ে যায়, বাঙালি সে ইন্দ্রজালের রহস্যবেদ চায়নি কখনও। শুধু জেনেছে মায়ারাজ্য চাঁদ আর মায়াবিনী রাত জেগে ওঠে এক ঐশ্বরিক কণ্ঠমধুরেই। হৃদয় ভরে ওঠে সেই মধুক্ষুরা কণ্ঠের সম্মাহনে। হৃদয় না, তাঁর মতো শিল্পীকে পেয়ে গৌরবময় হয়ে ওঠে গোটা দেশের সংগীতের ইতিহাস। শিল্পীর প্রয়াণে দেশের প্রধানমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে আরও অনেকেই শোক জ্ঞাপন করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত শিল্পীরা অকেইই শিল্পীর প্রয়াণে তাদের শোক জ্ঞাপন করেছেন। বৃথবার বিকেলে শিল্পীর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে। পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় কেওড়াতলা মহাশ্মশানে শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে গীতশ্রী’র। বৃথবার বেলা ১২টা থেকে বিকেলে ৪টা পর্যন্ত কলকাতার রবীন্দ্র সদনে শিল্পীর নিখর দেহ তাঁর গুণমুগ্ধদের জন্য রাখা থাকবে। সেখানেই শেষ শ্রাদ্ধগুলি জ্ঞাপন করবেন অনেকে। মঙ্গলবার আ্যাপোলো হাসপাতালের তরফে মেডিক্যাল বুলেটিনে জানানো হয়েছিল, গীতশ্রী’র শারীরিক পরিস্থিতি রীতিমতো উদ্বেগজনক। এদিন সকালে তাঁর রক্তচাপ কমে যায়। যে কারণে ভেসোপ্রসার সাপোর্টে রাখা হয়েছিল কিংবদন্তি সংগীতশিল্পীকে। তবে শেষবক্ষা হল না। ‘মধুমালতী’র মতো নিজের কণ্ঠের জাদুতে কয়েক দশক ধরে সংগীত জগৎকে মাতিয়ে রেখেছিলেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। ১৯৩১ সালের ৪ অক্টোবর কলকাতার ঢাকুরিয়া এলাকায় জন্ম শিল্পীর। ৬ ভাইবোনের মধ্যে ● এরপর দুইয়ের পাভায়

মুখ্যমন্ত্রীর গভীর শোক

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। সঙ্গীত জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব গভীর শোক ব্যক্ত করেছেন। শোকবার্তায় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব বলেন, ‘প্রয়াত সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় দীর্ঘ সময় ধরে সঙ্গীত জগতকে তাঁর অসাধারণ কণ্ঠে সুরের মুচ্ছনায় আবিষ্ট করে রেখেছিলেন। অনন্য সাধারণ প্রতিভাময়ী এই সঙ্গীত শিল্পীর গান আ আমর বাঙালির হৃদয়ে চিরকাল ধ্বনিত হবে। তাঁর প্রয়াণে ভারতীয় সঙ্গীত জগৎ হারালো এক কিংবদন্তি শিল্পীকে। সঙ্গীতশিল্পী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণ আমাদের কাছে এক অপূরণীয় ক্ষতি। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব প্রয়াত সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন এবং শিল্পীর বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করেছেন।

২০ আইসিও নিয়োগ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। মঙ্গলবারে মন্ত্রিপরিষদের মিটিং-এ সিদ্ধান্ত হয়েছে যে ২০ জন ইনফরমেশন এন্ড কালচারাল অফিসার নিয়োগ করা হবে। তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরে এই নিয়োগ হবে। কিছুদিন আগেও মন্ত্রিসভার বৈঠকে বিভিন্ন দফতরে লোক নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়েছে। গত বছরের শেষ দিক থেকেই এইরকমভাবে লোক নিয়োগের সিদ্ধান্ত মন্ত্রিপরিষদের বিভিন্ন বৈঠকে নেওয়া হয়েছে। নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার ক্রমশ কল্পতরু হয়ে উঠছে। ● এরপর দুইয়ের পাভায়

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। সোনা মুড়া থেকে উদয়পুর পর্যন্ত গোমতী নদীতে ১০টি জেটি নির্মাণ করা হবে। ৪০ কিমি দীর্ঘ এই জলপথের ড্রেজিংয়ের কাজ শীঘ্রই শুরু হবে। এজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ



থেকে প্রায় ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে। সোনা মুড়ার নিকটস্থ শ্রীমন্তপুরের ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট টার্মিনালের উন্নত পরিকাঠামো ও সংস্কারের জন্য ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়েজ অথরিটি অব ইন্ডিয়া ও ল্যান্ডপোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়া এবং ত্রিপুরা সরকারের পরিবহন দফতরের মধ্যে মৌ স্বাক্ষর

অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়ের সময় একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। মঙ্গলবার এই মৌ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানটি হয় রাজ্য সরকারি অভিযালাার কনফারেন্স হলে। অনুষ্ঠানের শুরুর্তে সংশ্লিষ্ট দফতরের

অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়ের সময় একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। মঙ্গলবার এই মৌ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানটি হয় রাজ্য সরকারি অভিযালাার কনফারেন্স হলে। অনুষ্ঠানের শুরুর্তে সংশ্লিষ্ট দফতরের

অনেক সহজতর হবে বলে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে অভিমত ব্যক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, এখন হলদিয়া বন্দরের মাধ্যমে ত্রিপুরাতে স্টিল, সিমেন্ট ও গুলি আনতে অনেক খরচ পড়ে।

থেকে প্রায় ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে। সোনা মুড়ার নিকটস্থ শ্রীমন্তপুরের ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট টার্মিনালের উন্নত পরিকাঠামো ও সংস্কারের জন্য ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়েজ অথরিটি অব ইন্ডিয়া ও ল্যান্ডপোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়া এবং ত্রিপুরা সরকারের পরিবহন দফতরের মধ্যে মৌ স্বাক্ষর

সেক্ষেত্রে এই জলপথ চালু হয়ে গেলে বায় অনেকটা কমবে। রাজ্যের হাওড়া, দেও এইসব নদীগুলিতেও ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে নাব্যতা বাড়িয়ে আগামীদিনগুলিতে জলপথে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও বিস্তৃত করতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ইতিমধ্যেই প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। চট্টগ্রাম ● এরপর দুইয়ের পাভায়

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে উত্তেজনা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। কোভিড সারা পৃথিবীকে জবুখুব করে দিয়েছে দুই বছরে, তারপরেও মানুষের যুদ্ধের নেশায় লাগাম পড়েনি। পশ্চিমা বিশ্বের শক্তিশ্বর দেশগুলি, বিশেষত আমেরিকার গোয়েন্দা সত্ত্বের খবর, সকাল সাড়ে পাঁচটায় রাশিয়া ইউক্রেন’র বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাচ্ছে। সোভিয়েত রাশিয়া’র সময়ে রাশিয়া আর ইউক্রেন একসাথেই ছিল, শুধু ছিল না ইউক্রেন নানা দিকেই সোভিয়েত ইউনিয়নের গুরুত্বপূর্ণ জায়গা ছিল। খাবার উৎপাদনে এবং সামরিক কৌশলগত কারণে ইউক্রেন বিশেষ জায়গা নিয়েছিল। ইউনিয়ন ভাঙে পড়তেই সাবেক সোভিয়েত দেশগুলি কিংবা সাবেক কম্যুনিষ্ট ব্লক আমেরিকা-সঙ্গীদের নড়ন শিকার ক্ষেত্র হয়ে উঠে। রাশিয়াও প্রথমদিকে ধনতাত্ত্বিক সঙ্গী হয়ে উঠলেও আবার ফাটল দেখা দেয় স্বার্থ সংঘাতে। ইউক্রেন ইস্যুতে আমেরিকা এবং ন্যাটো’র উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে রাশিয়া। আমেরিকা ভারতীয় সময় বুধবার সাড়ে পাঁচাত্তেই রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণের সময় ঠিক করলেও,রাশিয়া মঙ্গলবারে বলেছে তাদের সেনারা ব্যারাকে ফিরতে শুরু করেছে। ন্যাটো’র বক্তব্য, তাদের চোখে এখনও পরিস্থিতি সহজ করার কোনও দৃষ্টিত চোখে পড়ছে না জার্মানির চ্যান্সেলরের সাথে আলোচনা শেষে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুটিন বলেছেন, সাবেক সোভিয়েত দেশগুলিকে ন্যাটো’র বাইরে রাখা,রাশিয়া সীমান্তে অস্ত্র মোতায়েন কিংবা পূর্ব ইউরোপ থেকে পশ্চিমা সৈন্য ফিরিয়ে নেওয়ার দাবি মানেনি জার্মানি। আমেরিকা এবং ● এরপর দুইয়ের পাভায়



মথায় ঘেরাও বিজেপি বিধায়ক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ফটিকরায়, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। তিপ্রা মথা’র বিক্ষোভের মুখে পড়ে প্রায় চার ঘণ্টা পথের মাঝেই আটকে ছিলেন বিজেপি বিধায়ক সুধাংশু দাস। তিপ্রা মথা’র কর্মীরা সকাল এগারোট থেকে বিকাল তিনটা পর্যন্ত বিধায়ককে একে জয়গায় আটকে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেছে। তার বিধানসভা কেন্দ্রের মরাছড়া এলাকাতেই শাসক দলের বিধায়ক নিজ বিধানসভা কেন্দ্রেই এভাবে দীর্ঘ সময় বিক্ষোভে আটকে রয়েছেন, এই খবর পেয়ে বিজেপির কর্মী সমর্থকরা এবং

ফটিকরায় থানার পুলিশ এলাকায় ছুটে গিয়েও তেমন বিশেষ কিছু একটা করে উঠতে পারেননি।

An Initiative by Joyjit Saha

Big Books

NURSERY | CBSE | TBSE | COMPETITIVE | COLLEGE | UNIVERSITY

AN ISO 9001:2015 CERTIFIED COMPANY

পারুল প্রকাশনী

9774414298

বিজ্ঞাপনে বিভাগ না-হয়ে ‘পারুল’ নামের পাশে ‘প্রকাশনী’ দেখে পারুল প্রকাশনী-র ই-কিন

বিধায়ককে ঘেরাও অবস্থাতেই থাকতে হয়েছে দীর্ঘ সময়। পরে মথা সমর্থকদের অনেক বুঝিয়ে

সুঝিয়ে ঘেরা মুক্ত হতে পেরেছেন তিনি। যদিও পরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিপ্রা মথা’কে তীব্র আক্রমণ করে বলেছেন- এটা রাজ আমল নয়। গণতান্ত্রিক শাসন। তিপ্রা মথা যদি একমাত্র এডিসি দখল করেই রাজ্যে রাজার শাসন চলাচ্ছে বলে মনে করে তাহলে তারা ভুল করবে। ভারতবর্ষের বেশিরভাগ রাজ্য বিজেপির দখলে। এ রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় বিজেপি। জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি, গ্রাম পঞ্চায়েত সব বিজেপি’র। এর পরেও বিজেপিকে চোখ রাখাচ্ছে তিপ্রা মথা। এটা মেনে নেওয়া হবে না।

উল্লেখ্য, ফটিকরায় বিধানসভার রাজকান্দি ভিলেজের দশরথদেব পাড়ায় এদিন বিজেপির সভা ছিলো। এই সভায় বিভিন্ন দল থেকে বিজেপিগেত যোগদানেরও কথা ছিলো। সেই সভাতেই যাঁছিলেন বিধায়ক সুধাংশু দাস। তার গাড়ি মরাছড়া এলাকায় পৌছাতেই তিপ্রা মথা’র সমর্থকরা বিধায়ককে গাড়ি ধামিয়ে ঘেরাও করে ফেলে। সকাল এগারোটটা থেকে ঘেরাওয়ে বন্দি হয়ে পড়েন সুধাংশুবাবু। এরপর অনেক চেষ্টা করে বিকাল তিনটায় তিনি ঘেরাওমুক্ত হতে পেরেছেন নানা ● এরপর দুইয়ের পাভায়

সোজা স্পোর্টস অকাল ভোট

২০২৩ বিধানসভা ভোটের আগে রাজ্যে যদি অকাল ভোট হয় তাহলে সেই অকাল ভোটে কংগ্রেস সুদীপ, আশিশ-দের প্রার্থী নাও করতে পারে। রাজ্য রাজনীতির হাঁড়ির খবর যারা রাখেন তাদের মতামত হলো, উপ-নির্বাচনে সম্ভবত সুদীপ বর্মণ প্রার্থী হচ্ছেন না। তবে এখানে দুইটি অঙ্ক হতে পারে। প্রথমতঃ ৬-আগরতলা কেন্দ্র ত্রিপ্রা মথা-কে ছেড়ে দিতে পারে কংগ্রেস। ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনে মথা-র সাথে কংগ্রেসের যে জোট হচ্ছে সেই জোটের বার্তা দিতেই নাকি আগরতলা কেন্দ্র মথা-কে দেওয়া হতে পারে। ২০২৩ বিধানসভা ভোটে সুদীপ হয়তো অন্য কেন্দ্রে দাঁড়াবেন। জানা গেছে, কংগ্রেস সম্ভাব্য উপ-নির্বাচন থেকেই জোট গড়তে চাইছে। উপ-নির্বাচনে কংগ্রেস ও মথা ভোটে জোট করে লড়বে। রাজনৈতিক মহলের অনুমান, বড়দোয়ালি কেন্দ্রে আশিশ কুমার সাহা সম্ভাব্য উপ-নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারেন তবে তা চূড়ান্ত এখনও হয়নি। এক্ষেত্রে কংগ্রেস হয়তো অন্য চিন্তা করবে। তবে ২০২৩ ভোটে বড়দোয়ালি কেন্দ্রে আশিশ-ই লড়তে পারে। সুতরাং রাজ্যে যদি অকাল ভোট হয় (উপ-নির্বাচন) তাহলে সেই ভোটেই কংগ্রেস ও মথা-র জোট দেখা যেতে পারে। কংগ্রেস নাকি চাইছে, উপ-নির্বাচন থেকেই জোটের বার্তা যাক গোটা রাজ্যে। সুদীপ রায় বর্মণ যদি উপ-নির্বাচনে প্রার্থী না হন তাহলে বিজেপি-র অঙ্ক কি হয় তা দেখার। তবে মথা-কংগ্রেস যদি জোট হয় তাহলে উপ-নির্বাচনেই হয়তো বিধানসভায় খাতা খুলতে পারে কংগ্রেস এবং মথা।

আদেশ দিলো উচ্চ আদালত

● **আটের পাতার পর** - অথবা বিচারক গোবিন্দ দাসকে ছেড়ে অন্য যেকোনও বিচারকের অধীনে পাঠিয়ে দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বিচারকের পক্ষে সরকারি আইনজীবীর ভূমিকা নিয়ে যে আদালত অবমাননা দায় তোলা হয়েছিল তাকেও খারিজ করেছে আদালত। মামলার গুরুত্ব বিবেচনা করে সরকারি পক্ষ দ্রুত এই মামলার বিচার সেরে নিতে চাইলে ২০১৯ সালে সংঘটিত এই হত্যাকাণ্ডের ইতিমধ্যে তিন বছর পেরিয়ে যেতে চলছে। মামলায় একবার চার আসামি জামিনে ছাড়া পেয়ে গিয়েছিল। পরে সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরের ভিত্তিতে উচ্চ আদালতের হস্তক্ষেপে আবার চার আসামিকে জেলে পাড়া হয়। বর্তমানে তাদের হাজতে রেখেই মামলার বিচার শেষ করতে নির্দেশ রয়েছে উচ্চ আদালতের।

মৃতদেহ উদ্ধার

● **আটের পাতার পর** - করছেন বলে খবর। কিন্তু প্রশ্ন, তদন্তের আগেই কিভাবে ঘটনাটিকে দুর্ঘটনা বলা হচ্ছে? যেকোন ঘটনাকে দুর্ঘটনা কিংবা আত্মহত্যা চাপিয়ে দেওয়া এ রাজ্যের পুলিশের কাছে নতুন কিছু নয়। এমন বহু ঘটনা এখনও পুলিশের খাতায় লিপিবদ্ধ আছে, যেগুলো নিয়ে হাজারো প্রশ্ন আছে। সর্বশেষ বিলোনিয়ার বেণু বিশ্বাস নিয়ে ঘটনা নিয়ে পুলিশ যে ভূমিকা নিয়েছে তা সবার কাছেই স্পষ্ট। সেই সূত্রতদাসের সহস্রাঙ্কনমুদ্রণ ঘটনা নিয়ে পুলিশ কি ধরনের ভদন্ত করবে তা এখন থেকেই বোঝা যাচ্ছে।

সরাতে নির্দেশ

● **আটের পাতার পর** - প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে আবেদন করলেও কোনও প্রতিকার হইনি। এলাকাবাসীর স্বার্থে রিট আবেদনকারী জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন। উচ্চ আদালত আবেদনকারীর আবেদনের যৌক্তিকতা বিচার করে রাজ্য সরকারকে অবিলম্বে আরডি সাব ডিভিশন অফিস কালাছড়া ব্লকের ছরযাতে স্থানান্তরের নির্দেশ দিয়েছেন। রিট আবেদনকারীর পক্ষে মালালা লড়েছেন বরিস্ত আইনজীবী প্রবোধচন্দ্র রায় বর্মণ, আইনজীবী সর্মজিতঃ ভট্টাচার্য, আইনজীবী কৌশিক নাথ ও আরাধিতা দেববর্মা।

স্পাই অরুণ

● **আটের পাতার পর** - দেওয়া হচ্ছে বলে গুঞ্জন বড়িচ্ছে। ৫ বছর ধরে বোধজনগণের থানায় টাপস আছেন বর্তমান ওসি তাপস মালাকার। তার বিরুদ্ধেও সিডিআর সুধ ধরে নেশা কারবারীদের সঙ্গে যোগাযোগ থাকার প্রমাণ পেয়েছিল পুলিশ। কিন্তু এই ঘটনায় তাপসের বিরুদ্ধে স্লেমনও শাস্তিসূচক ব্যবস্থা নেয়নি রাজ্যপুলিশ। অতী একজন হাবিলদারকে দ্রুত সাসপেন্ড করা হয়েছে।

ফরোয়ার্ডের টানা দ্বিতীয় জয়

● **সাতের পাতার পর** - লালবাহাদুর। দ্বিতীয়ার্ধে উন্টোটা ঘটলো। সানা, শ্রীমত, চিজোবা এবং ইয়ামি মাঠের দখল নিয়ে নেয়। ফলে অসংখ্য আক্রমণ তৈরি করলো ফরোয়ার্ড ক্লাব। লেফট উইঙ্গার ইয়ামি এদিনের সেরা ফুটবলার। তার পায়ে বল পড়লেই লালবাহাদুরের রক্ষণ কঁপে উঠেছে। গতি্বর পাশাপাশি ড্রিবলও রয়েছে পায়ে। আর সবচেয়ে বড় গুণ হলো, বলটা কখন ছাড়তে হবে সেই ব্যাপারে পূর্ণ সময় জ্ঞান। এভাবেই বাঁ প্রান্ত এবং মাঝমাঠ দিয়ে একের পর এক আক্রমণ গড়ে তুললো ফরোয়ার্ড ক্লাব। ইয়ামি-র বৈশিষ্ট্য হলো, বল নিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে কাট করে ভেতরে ঢুকে যায়। তার এই ফুটবল রীতিমত বিপর্যস্ত করে দিলো লালবাহাদুর ক্লাবের রক্ষণভাগকে। ৫৬ মিনিটে চিজোবা-র মাটি ধোঁষা জোরালো শট রুখে দেয় লালবাহাদুর গোলকিপার। ২ মিনিট পর সানা থেকে বল পেয়ে সুযোগ হাতছাড়া করে ডিডাল চিসানো। ৬২ মিনিটে বাল্লে বারভাউরি লাইন থেকে চিজোবা-র কামানের গোলার মত শট গোটা লালবাহাদুর রক্ষণ এবং গোলকিপারকে স্ট্যাচু বানিয়ে ক্রসবারে লেগে ফিরে আসে। ৭০ মিনিটে এগিয়ে যায় ফরোয়ার্ড ক্লাব। দলের এবং নিজের দ্বিতীয় গোলেটি করে চিজোবা। এই গোলেটির ক্ষেত্রেও লালবাহাদুরের গোলকিপার দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারেন না। ৯১ গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর আরও আত্মবিশ্বাসী হয়ে আক্রমণে যায় ফরোয়ার্ড ক্লাব। মাঝে মাঝে আক্রমণে গিয়েছে লালবাহাদুরও। তবে রতন কিশোর, বিনোদ কুমার, সিয়াম পুইয়া-রা রক্ষণে কংক্টিত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই অবস্থায় ম্যাচের ৮৫ মিনিটে তৃতীয় তথা শেষ গোলেটি তুলে নেয় ফরোয়ার্ড ক্লাব। একটি চমৎকার আক্রমণের ফসল এই গোলেটি। সানা-র থেকে বল পায় ইয়ামি। যথারীতি বাঁ প্রান্ত দিয়ে দৌড় শুরু করে। এরপর বল ভাসিয়ে দেয় বস্কে। এই নিখুঁত পাস থেকে গোল করতে ভুল করেনি ডিডাল। শেষ পর্যন্ত ৩-১ গোলে ম্যাচ জিতে মাঠ ছাড়লো ফরোয়ার্ড ক্লাব। রেফারি তাপস বেবনাথ লালবাহাদুরের প্রতাপ শিব জমাতিয়া-কে হলুদ কার্ড দেখিয়েছেন। দলের পারফরম্যান্সে খুশি ফরোয়ার্ড কোচ সুভাষ বোস। গোটা দলই ভালো খেলেছে বলে জানান। বিশেষ করে নাম বলেননি। বলেনি, টিম গেমের ফসল এই জয়। আগাগোড়ি ধরুঁত খেলেছে। একবারে নিখুঁত পরিকল্পনামাফিক ফুটবল খেলেছে আমার দল। তবে কাজ এখনও শেষ হয়নি। তাই আত্মতৃষ্টির জায়গা নেই। অন্যদিকে, ২০১৩ এবং ২০১৮-তে লালবাহাদুর-কে লিগ চ্যাম্পিয়ন করেছিলেন কোচ খোকন সাহা। তবে এই বছর তার আশা পূর্ণ হলো না। দুইটি বাজে গোল হজম করার খেসারত দিতে হলো দলকে। এমনটাই জানালেন তিনি।

সমর্থক

● **সাতের পাতার পর** - সাধারণ দর্শকরা আর আদো মাঠে আসার ব্যাপারে উৎসাহী হবেন কি না তা নিয়ে সংশয় তৈরি হবে। অনেক বেশি কঠোরতা অবলম্বন করা উচিত ছিল টিএফএ-র। শুধু ‘ছেড়ে দাও’ বলেই দায়িত্ব খালাস করেছে টিএফএ। আর লালবাহাদুর কোচ অতীতে ফুটবল মাঠে অনেক অপ্রীতিকর ঘটনার সূত্রপাত করেছিলেন। এটাই হয়তো তার বৈশিষ্ট্য। এনিমুও তার কারণেই ওই সাধারণ দর্শকরকম খেতেহলো। ফুটবল মাঠের অন্যতম লজ্জাজনক ঘটনা এটি।

জানাল বোর্ড

● **সাতের পাতার পর** - নিতে। তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে তারা। তিনটি ম্যাচই হবে ইডেনে। শ্রীলঙ্কা খেলছে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। তারাও টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলছে। এর ফলে একে অপরের মুখোমুখি হওয়ার সময় টি-টোয়েন্টি সিরিজ দিয়ে শুরু হওয়ায় দুই দলের সুবিধাই হবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

বধে ইডি!

● **প্রথম পাতার পর** - করেছিলেন। সংবাদ মাধ্যমের কাছে যেন তদন্ত চলাকালে খবর ‘লিক’ না হয়, তাও দেখতে বলেছিলেন তিনি। দ্য স্পিট’র খবরে আরও বলা হয়েছে (তখনকার হিসাবে) গত ১৩ বছরে মানি লন্ডারিং অইনে মাত্র তিনটি ক্ষেত্রে দোষী সাব্যস্ত করতে পেরেছে। তাও সেগুলিতে অপেক্ষাকৃত ছোট পরিমাণের টাকা জড়িত, তিন লাখ থেকে চার কোটি। ত্রিপুরায় আর বছর খানেকের মধ্যেই, স্বাভাবিক নিয়মে হলে, বিধানসভা ভোট হবে। শাসক বিজেপি জেট ছেড়ে যাচ্ছেন বিধায়ক’রা। চারজন এখন পর্যন্ত দল ছেড়েছেন। বিজেপিকে ২০১৮ সালে ক্ষমতায় আনার মূল কারিগর সুদীপ রায় বর্মণ ফিরে আসছেন কংগ্রেসে। যাদের বিরুদ্ধে প্রায় তিন বছরেও চার্জশিট দাখিল করতে পারেন সরকার, উলামাই এই সময়ে তাদের বিরুদ্ধে আর্থিক অপরাধে তদন্তকারী সংস্থা ইডি তাদের হিসাব-নিকাশ চাইছে। ইডির এই তদন্ত সন্দেশ সময়, পরিপ্রস্তুকি নিয়ে প্রশ্ন উঠবেই, বিতর্ক আসতে পারে।

অন্যকের

● **প্রথম পাতার পর** - মেয়রের দৌড়ে ছিলেন কিন্তু তিনি মেয়র হতে পারেননি। মেয়র ইন কাউন্সিলে স্থান পেলেন না ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিধিবিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. ভট্টাচার্য। বিজেপির সদর শহরাঞ্চল জেলা কমিটির সভাপতি ড. অলক ভট্টাচার্য পুর নিগম নির্বাচনের পর যেন আলোকবস্তুর বাইরে চলে গেলেন। হতাং করে তাকে ব্রাত্য রাখার পেছনে তখন কোনও কারণ জানা না গেলেন, তিনি যে এখন আর বিজেপির কন্দের তালিকায় নেই, তা আরো একবার প্রমাণ হলো। এই কর্মণ বাড়ি থেকে রাজনীতির আলোকবস্তুরে চলে আসা রতন লাল নাথেরও যথেষ্ট কদর ছিলো বিজেপি দলে ও সরকারে। হতাং করে রতন লাল নাথও ‘অগ্রিয়ার’ সঠিক রকমে চল গেলেন। সেই তালিকায় ড. অলক ভট্টাচার্য একই বাকি থেকে উঠে আসার কারণে হলো কিনা কে জানে? তবে এ বাড়ি নিয়ে এখন যথেষ্ট চর্চা। ড. অলক ভট্টাচার্য এখন আগরতলা পুর নিগমের পূর্ব জোনের উপদেষ্টা কমিটির একজন সাধারণ সদস্য। ড. ভট্টাচার্যের মাথার উপর আছেন তাঁর পর বিজেপি দলে যোগদানকারী সুখময় সাহা। বিজেপি দলের যোগদানকারীদের বয়সের হিসাবে প্রবীণ ড. ভট্টাচার্যের এই দশা দেখে অনেকে অবাক হয়ে গেছেন।

সুনাখন্য এই অধ্যাপক রাজনীতিতে এসে এতোটা ডিমশমানের শিকার হবেন, তা কেউ-ই বিশ্বাস করতে পারছে না। পূর্ব জোনের চেয়ারম্যান সুখময় সাহা। বারো জনের জোন কমিটির সদস্য’র মধ্যে রয়েছেন ড. অলক ভট্টাচার্যের মতো গুণী অধ্যাপক। মেয়র ঘুরের কথা ডেপুটি মেয়রের পদও পেলেন না তিনি। মেয়র ইন কাউন্সিলও হলেন না। এখন শুধু মেম্বার। একই সাথে উত্তর জোনের চেয়ারম্যান হলেন প্রদীপ দত্ত। দীর্ঘদিনের বিজেপির একনিষ্ঠ কর্মী। কংসং ঘরানার রাজনীতিতে দীর্ঘসময় কাজ করেছেন বিজেপি দলে শামিল হওয়া প্রতীপ বিজেপি দলের উত্তর জোনের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেওয়া হলো। এখানেও বারো জনের কমিটি গঠন করা হয়েছে। তবে সেখানেও জগদীশ দাস শুধুই মেম্বার। স্টেটাল জোনের চেয়ারম্যান (১) রত্না দত্ত মজুমদার। নাকি চেয়ারপার্সন তিনি? যাই হোক, পূর্ব নিগমের নেতাক্ষিপণে ১৪ জনের স্টেটাল জোনের কমিটিতে চেয়ারম্যান রত্না দত্ত মজুমদার। দক্ষিণ জোনের কমিটির চেয়ারম্যান অভিজিৎ মৌলিক। এখানে ১৭ জনের জোন কমিটি গঠন করা হয়েছে।

ছাত্রছাত্রীদের পূর্ণাঙ্গ বিকাশে উদ্যোগী থলাই শিক্ষা দফতর
প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আমবাসা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ।। বর্তমানের শিশুকে ভবিষ্যতের আদর্শ মানবসম্পদ রূপে গড়ে তোলার জন্য বিদ্যালয়স্তরে কেবল সিলেবাস নির্ভর পাঠদানই যথেষ্ট নয়। এরজন্য প্রয়োজন শিশুদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার সর্বসিদ্ধি তথা সুখম বিকাশ। কাঙ্ক্ষিত সেই বিকাশের লক্ষ্যে আত্মজ্ঞান ভারত প্রকল্পের অধীনে বিশেষ কর্মসূচি শুরু করল থলাই জেলা শিক্ষা দফতর। এই কর্মসূচি রূপায়ণে প্রথমে প্রতিটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে সফলভাবে বিশেষ বিধায়কের বাছাই করা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে মঙ্গলবার থেকে। জেলার প্রতিটি ব্লক রিসোর্স সেন্টারে হচ্ছে এই প্রশিক্ষণ কর্ম। যার পোশাকি নাম স্কুল হেলথ এন্ড ওয়েলনেস অ্যাবাসেডের ট্রেনিং প্রোগ্রাম। আভার আত্মজ্ঞান ভারত। মঙ্গলবার দুপুর ১২ টায় বামুনছড়া ইংরেজি মাধ্যম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়স্থিত দুর্গাচৌমহনি ব্লক রিসোর্স সেন্টারে হয় এই প্রশিক্ষণ পর্বের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে উদ্বোধন করেন দুর্গা চৌমহনি ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সম্পা দাস। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন থলাই জেলা শিক্ষা দফতরের বিশেষ আধিকারিক সুফল গুপ্তাবৈদ্য। বিশেষ অতিথি হিসাবে ছিলেন কমলপুর মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক শুভাশিস দে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কমলপুর বিদ্যালয় পরিদর্শক অমরেশ দাস। স্বাগত ভাষণ রাখেন বি আর সি কে-অর্ডিনেটর তথা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মন্দিরা দেববর্মা। তিনি জানান, এই বিহারসির অন্তর্গত উচ্চ ও উচ্চ বুনিয়াদি মিলিয়ে মোট ৬৫ টি বিদ্যালয়ের ১৯২ জন শিক্ষককে এদিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এরজন্য ৫জন মাস্টার ট্রেনার নিয়োগ করা হয়েছে। উপস্থিত অতিথিরা প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে করে বলেন, উনারা এখন থেকে যে বিশেষ প্রশিক্ষণ লাভ করছেন তা যেন নিজ নিজ বিদ্যালয়ে যথাযথ প্রয়োগ করেন এবং ছাত্রছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে অগ্রনী ভূমিকা পালন করেন। মহকুমা স্বাস্থ্য

ঘেরাও বিজেপি বিধায়ক

● **প্রথম পাতার পর** - প্রতিশ্রুতি দিয়ে। তিপ্রা মথা’র কর্মীদের অভিযোগ, এখানে রাজনৈতিক রঙ দেখে সরকারি সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়। যে কারণে তিপ্রা মথা’র কর্মীরা সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়েছেন। এর জন্য বিধায়ককে দিতে হবে। একের পর এক অভিযোগে প্রায় হতবিকূল হয়ে পড়েন বিধায়ক। তিনি তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাদের অভিযোগ তিনি খতিয়ে দেখবেন এবং আগামীদিনে যাতে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয় সেই ব্যবস্থা করবেন। তিপ্রা মথা’র কর্মীরা বিধায়কের কাছ থেকে লিখিত প্রতিশ্রুতি চান। কিন্তু বিধায়ক লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে অস্বীকার করেন। এ নিয়েই বিরোধ চলতে থাকে দীর্ঘ সময়। একসময় বিধায়ককে দৈহিকভাবে লাঞ্চিত করার চেষ্টাও হয় বলে খবর। যদিও নিরাপত্তা রক্ষীরা বিধায়কের গায়ে কোনও আচড় লাগেছে সেননি। দীর্ঘসময় মরাছড়ায় আটক থাকার পর দশরথদেবপাড়ায় পৌঁছে কার্যত ক্ষোভ উগরে দেন বিধায়ক। তার বিধানসভা কেন্দ্রেই তাকে এভাবে বিক্ষোভের মুখে পড়তে হবে এটা তিনি কোনওদিনই ভাবেননি। তিপ্রা মথা’র কর্মীরা বোধ শাসক দলের বিধায়ককে তার নিজ কেন্দ্রে আটকের ঘটনায় বিজেপি কর্মীদের মধ্যেও তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। জানা গেছে, বিষয়টিকে কেন্দ্র করে দুই দলের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছে এবং যেকোনও সময় সেই ক্ষোভের বহির্প্রকাশের অঙ্গ হিসেবে যেকোনও ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনার সাক্ষী থাকতে পারে এলাকাবাসী।

সন্ধ্যায় সন্ধ্যা’র শেষকৃত্য

● **প্রথম পাতার পর** - তনিহি ছিলেন সবচেয়ে ছোট। ছোটবেলা থেকেই সংহীতের প্রতি অনুরাগ। পণ্ডিত সন্তোষ কুমার বসু, অধ্যাপক এ টি কল্লান, অধ্যাপক চিত্তার লাহিড়ির কাছে তাঁর শিক্ষা শুরু। ছিলেন উদ্ভাদ বড়ুে গুলাম আলি খাঁর শিষ্য। মুহুঁইয়ে নিজের কেরিয়ার শুরু করেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। রাইচাঁন বড়াল, শচীন দেববর্মণের মতো সংগীত পরিচালকের তত্ত্বাবধানে ‘আঞ্জন গড়’, ‘তরানার’ মতো সিনেমার গানে নেপথ্য কন্ঠ দিয়েছিলেন। প্রায় ১৭টি হিন্দি ছবির জন্য গান গাওয়ার পর ব্যক্তিগত কারণে কলকাতায় চলে আসেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। সেই থেকে শুরু বাংলার সুরেলা জগতে এক নতুন অধ্যায়। সপ্তপদী, ‘পথে হল দেবী’, ‘অগ্নিরীক্ষা’, ‘দেওয়া নেওয়া’, ‘পিতা পুত্র’ — একের পর এক সিনেমায় তাঁর কন্ঠের জাদু শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছে বলে কম বলা হবে। বলা যায়, বাঙালির সাংস্কৃতিক মননে যোগ করেছে এক অভূতপূর্ব মাইলফলক। এক সময় নাকি সূচিত্রা সেনের কন্ঠ হিসেবে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ছাড়া আর কাউকেই ভাবতে পারতেন না সংগীত পরিচালকরা। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সলিল চৌধুরীর সঙ্গে জুটি বেঁধে বহু কলজয়ী গান উপহার দিয়েছেন গীতন্ত্রী। জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন ‘জয় ভয়শ্রী’, ‘নিপিনদাস’ সিনেমায় গান গেয়ে। পেয়েছেন বঙ্গ বিমুখণ। ১৯৬৬ সালে কবি ও গীতিকার শ্যামল গুপ্তকে বিয়ে করেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। শিল্পীর গাওয়া বহু গানের কথাই শ্যামল গুপ্তর লেখা। এত সুর, এত গানের একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। প্রজ্ঞাস্ত্রের পরের টিক্স এগেই তাকে পদ্মশ্রী পুরস্কার দিয়ে ঠেরেছিল কেন্দ্র সরকার। অভিযানে তা প্রত্যাহাযন করেন শিল্পী। ‘কমলা দিল নাই চাহাত হায়া। আর একটি কথা জেনে রাখুন। আমার শ্রোতারাই আমার পুরস্কার,’ স্পষ্ট ভাষায় দি্লির আমলাকে জানিয়ে দেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। তার পর পরই অসুস্থ হয়ে পড়েন। শোনা যায়, বাথরুমে পড়ে গিয়েছিলেন শিল্পী। সঙ্গে সঙ্গে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের এই কন্ঠ একমাত্র থেকে বাঙালির কাছে নিবিশ্র আশ্রয়। স্বাধীনতা পরবর্তী দেশবাসী বাস্তবিক জীবনে যে সুখছবি দেখতে চেয়েছিল, সিনেমার পর্দার তারই যেন আশ্রয় হয়ে উঠেছিলেন ড.জান মানুধ উত্তমকুমার এবং সূচিত্রা সেন। কাহিনির বিন্যাসে বাঙালির স্বপ্নের শান্তিনিকেতন যেন নির্মিত হচ্ছিল তাঁদের কেন্দ্র করেই। আর তাঁদের নেপাথ্য থেকে সুরের সোনার ভূতন রচনা করছিলেন অন্য দু’জন। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। ‘অগ্নিরীক্ষা’ ছবিতে সূচিত্রার লিপে সন্ধ্যা গাইলেন মৌরী অবিন্যস্রণী গান — গানো মৌরী কেন হস্তব্রন। বাংলা ছায়াছবির গানে যেন খুলে গেলে এক অন্য দুয়ার। এই যুগলবন্দির ঐশ্বর্য ক্রমে হয়ে উঠবে বাঙালির আদরের ধন, চিরকালের সম্পদ। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের সংহীতের সফর অবশ্য এই বিন্দু থেকে শুরু হয় না। তাঁর সুরের আকাশ যেমন ব্যাপ্ত, তেমনি তার বর্ণনায় উজ্জাস। তারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত, আধুনিক গান এবং ছায়াছবির গান — সঙ্গীতের প্রায় সব তার আঙ্গিকেই তাঁর স্বচ্ছন্দ চিরব্রণ, তাঁর দিকে তাকিয়ে কেবল বিস্মিতই হতে হয়। ১৪ বছরও বয়স হয়নি সন্ধ্যার, প্রথম রেকর্ড প্রকাশিত হয় এইচএমভি থেকে। প্রথম প্লে-ব্যাক কলোনেন নিউ থিয়েটার্সের বানারে। ‘সমাপিকা’ ছবিতে সংগীত পরিচালক রবীন চট্টোপাধ্যায় তাঁকে দিয়ে গান গাওয়ালেন। ডাক এরা বিখাত সুরকার রাইচাঁদ বড়ালেরও। ‘অঞ্জনগড়’ ছবিতে গাইলেন তাঁর তত্ত্বাবধানে। সেই শুরু। তারপর দীর্ঘ কয়েক দশক বাংলা ছায়াছবির গানকে অন্য মাত্রা দিলেন সন্ধ্যা। পর্পর সূচিত্রা দর্শকের চোখে ভেসে ওঠা মানেই অবধারিত ছিল সন্ধ্যার কন্ঠ।

যুন্ধ নিয়ে উত্তেজনা

● **প্রথম পাতার পর** - ন্যাটোর সাথেও আলোচনার রাস্তা রাশিয়া খোলা রেখেছে। বুধবারে হামলা শুরু হতে পারে, আমেরিকা’র এই বার্তার পর, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি নিজে এমনটা মনে না করলেও সেই দিনটিকে জাতীয় ঐক্য দিবস হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে রাশিয়ার হামলার আশঙ্কায় কুণীভীতকরেন ইউক্রেনের পশ্চিমে পোল্যান্ড সীমান্তের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে, সে বিষয়েও বিরক্তি প্রকাশ করেন তিনি। তার মতে, পশ্চিম ইউক্রেন বলে কিছু নেই, অর্থাৎ ঘটলে গোটা স্লেই সমানভাবে কুঁকির মুখে পড়বে। ইউরোপে সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক সহযোগী হিসেবে জার্মানির হুমকি রাশিয়ার উপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করতে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। এমন নিষেধাজ্ঞা সতী কারফার হাল জার্মানি তথা ইউরোপেরও অর্থনৈতিক ক্ষতির আশঙ্কা থাকলেও পশ্চিমা বিশ্ব সেই কুঁকি নিতে প্রস্তুত। বিশেষ করে রাশিয়া থেকে প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ বন্ধ হলে ইউরোপে জ্বালানির মূল্য এক ধাক্কায় অনেকটা বেড়ে যাবে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ গত প্রায় দুই মাস ধরে প্রচাণতা চালাচ্ছিল যে রাশিয়া ফেব্রুয়ারি মাসে ইউক্রেনে হামলা চালাতে যাচ্ছে। কিন্তু ইউক্রেন সীমান্ত থেকে সেনা সরিয়ে নেওয়া শুরু করে রাশিয়া পাশ্চাত্যের দেশগুলোর এই প্রচারণায় ‘জল ঢেলে দিয়েছে’ বলে বিদ্রূপ করেছেন দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মারিয়া জখারোভা। এক সংবাদ সম্মেলনে মারিয়া জখারোভা বলেন, ‘বিশ্বের ইতিহাসে আজকের দিনটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কারণ আজ, ১৫ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববাসী দেখলো পশ্চিমা দেশগুলোর যুদ্ধ বিষয়ক প্রচার-প্রচারণা কত কল্পনাবে বার্থ হয়েছে।’ সৌখ্যও একটি গুলিও চলেনি, কিন্তু ইউক্রেনের যে সীা পরিমাণ লজ্জা পেয়েছে- তা আমরা সবাই অনুভব করতে পারছি।’ সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের অঙ্গরাজ্য ও রাশিয়ার প্রতিবেশী রাষ্ট্র ইউক্রেন কয়েক বছর আগে পশ্চিমা দেশগুলোর সামরিক জেট ন্যাটোর সদস্যপদের জন্য আবেদন করলে পর থেকেই উত্তেজনা শুরু হয় রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে। সম্প্রতি ন্যাটো ইউক্রেনকে সদস্যপদ না দিলেও ‘সহযোগী দেশ’ হিসেবে মনোনীত করার পর আরও চেড়ে যায় এই উত্তেজনা। ইউক্রেন যেন ন্যাটোর সদস্যপদ লাভের আবেদন প্রত্যাহার করে নেয়, মূলত সে জন্য দেশটির ওপর চাপ সৃষ্টি করতেই সীমান্তে সেনা মোতায়েন করছিল রাশিয়া। কার্গা, ১৯৯৯ সালে গঠিত ন্যাটোকে রাশিয়া বরাবরই পাশ্চাত্য শক্তিসমূহেরে অখিপড়া খিঁচিয়ের হত্যার মনে করে আগুে ইউক্রেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী দিমিত্র কুলেবা কিয়েভে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ‘সীমান্ত থেকে যদি সব সেনা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়, কেবল তালোই আমরা বিশ্বাস করব- রাশিয়ার হামলা করার কোনো পরিকল্পনা নেই।’ ইউক্রেন ইস্যুতে ইউরোপ-আমেরিকার সঙ্গে সৃষ্ট অচলাবস্থার অবসান এবং যুদ্ধ এড়াতে ফ্রেমলিন-কিয়েভের ছাড় দেওয়ার ইঙ্গিতের মধ্যে সেনা ফেরানোর কাজ শুরু করেছে রাশিয়া। ইউক্রেন ইস্যুতে ইউরোপ-আমেরিকার সঙ্গে সৃষ্ট অচলাবস্থার অবসান এবং যুদ্ধ এড়াতে ফ্রেমলিন-কিয়েভের ছাড় দেওয়ার ইঙ্গিতের মধ্যে সেনা ফেরানোর কাজ শুরু করেছে রাশিয়া।

গোমতীতে ১০ জেট

● **প্রথম পাতার পর** - বন্দর চালু হয়ে গেলে মত্ৰী সেতুর মধ্য দিয়ে প্রকৃত পক্ষেই ত্রিপুরা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির প্রশঞ্চার হয়ে উঠবে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার মিলিতভাবে এই নির্দেশেই কাজ করে চলেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দিক নির্দেশে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক কাজগুলি সময়ের মধ্যেই শেষ করার দিশায় কাজ চলছে। মৌ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের পর কেন্দ্রীয় আয়ুষ মন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াাল বলেন, জনগণের কাছে চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ বেশি করে পৌঁছে দিতে আয়ুষের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রধানমন্ত্রীর একান্তিক চেষ্টিয়া আয়ুষ শুধু দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে আর বিশেষও অনেক গুরুত্ব পাবে। সারা বিশ্বে আয়ুষকে পরিচিতি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। আজ রাজ্য অতিথিখানায় মৌ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে একথা বলেন কেন্দ্রীয় আয়ুষ মন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াাল। ত্রিপুরার ক্ষেত্রে আয়ুষে বিশেষ সম্ভাবনার কথা তুলে ধরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, রাজ্যে আরও ৫০টি আয়ুষ হেলথ আন্ড ওয়েলনেস সেন্টার স্থাপনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রস্তুত রয়েছে। তাছাড়াও ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫০ শয্যার আরও একটি আয়ুষ হাসপাতাল রাজ্যে স্থাপন করার ঘোষণা করেন তিনি। তবে আয়ুষ হাসপাতাল গড়ার জন্য প্রয়োজনীয় জমির বন্দোবস্ত করবে রাজ্য সরকার। শরীরকে রোগ মুক্ত রাখতে আয়ুষের অপরিসীম গুরুত্বের কথাও উল্লেখ করেন কেন্দ্রীয় আয়ুষ মন্ত্রী। সেই সাথে ত্রিপুরায় কোভিড ভ্যাকসিনের কার্ফা, আইন শৃঙ্খলার উন্নতি এবং মাদক মোকাবেলার রাজ্য সরকারের বিশেষ ভূমিকার জন্য মুখ্যমন্ত্রী বিপ্রব কুমার দেবকে ধন্যবাদ জানান তিনি। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরও বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির সার্বিক উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। সেইজন্য ত্রিপুরার বিকাশেও বিশেষ নজর দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। রাজ্য সরকারের তরফে কেন্দ্রীয় সরকারকে যে সকল প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে সেগুলি অভ্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে বিবেচনা করা হবে। তিনি বলেন, আগামীতে গোমতী নদীর উপর জেট নির্মাতে হবে। কার্গে দেওয়া, টারিস্ট ভেসেল-সহ ইতাদাদি জলানান আসবে। এতে নৌপাথের উপর ভর করে রাজ্যের আর্থিক প্রবৃদ্ধি আরও শক্তিশালী ও মজবুত হবে। অনুষ্ঠানে পরিবহন মন্ত্রী প্রাজিৎ সিংহ রায় গোমতী নদীতে ড্রেজিংয়ের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে ২৪.৮৩ কোটি টাকা বরাদ্দ হওয়ায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। এর পাশাপাশি প্রশিক্ষণ এবং মাদক শিল্পের বড় সম্ভাবনার কথাও উল্লেখ করেন তিনি। মৌ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বম্বয় রাধেন মুখ্যসচিব কুমার অলক, ইন্দ্রাভ্যন্ত গুয়াটারকয়েজ অর্থট্রি অফ ইন্ডিয়ার সদস্য (কারিগরি) আন্তডাথ গৌতম, পরিবহন দফতরের প্রধান সচিব এল এইচ ডালগাঁ। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য দফতরের প্রধান সচিব ডে কে সিনহা, এন এচ এম-র অধিকর্তা সুনীল শিব জয়গুওয়ান, ইন্দ্রাভ্যন্ত গুয়াটারকয়েজ অর্থট্রি অফ ইন্ডিয়ার অধিকর্তা এ সেলভা কুমার সহ সলিস্ট্র দফতরের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন স্তরের আধিকারিকগণ।

আধিকারিক ডঃ শুভাশিস দে বিদ্যালয়ে শিশু কিশোরদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়ে শিক্ষকদের গুরুত্ব আরোপের জন্য অনুরোধ করেন। উনার মতে, স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত বিষয় গুলি ছাত্রছাত্রীদের অভ্যাসে পরিণত করাতে হবে। বিশেষ শিক্ষা আধিকারিক সুফল গুপ্তাবৈদ্য বলেন , বিদ্যালয়ের শ্রেণী কক্ষে বসে সেই মাদ্ধাতা স্টাইলে ছাত্রছাত্রীদের পাঠাদানেই একজন শিক্ষকের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না বা ছাত্র পরীক্ষায় ভাল নম্বর পেতেই আপনি শিক্ষক হিসাবে সফল একথাও বলা যাবে না। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় একজন শিক্ষক তখনই সফল হিসাবে গণ্য হবে যখন উনার ছাত্রের শারীরিক, মানসিক ও বৌদ্ধিক বিকাশের স্তর নির্দিষ্ট মানে পৌঁছাবে এবং সে প্রকৃত মানবসম্পদ রূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার লক্ষ্যে ধাবিত হবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, থলাই জেলার প্রত্যেক শিক্ষকই সেই লক্ষ্যে আত্মনিয়োগ করবে। এদিকে এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে একাংশ শিক্ষকের হাজিরা এবং মনঃসংযোগে উদাসীনতা ছিল লক্ষণীয়। জেলা শিক্ষা দফতর শিক্ষকদের এই উদাসীনতার বিষয়টি একটু কড়া নজরে দেখা প্রয়োজন বলেই মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

তলানিতে

● **প্রথম পাতার পর** - সিপিএজিলা জেলায় ১৩২টি অভিযোগের মধ্যে মাত্র একটি অভিযোগের নিষ্পত্তি হয়েছে। দক্ষিণ জেলায় ৩৮টি, উত্তরকোণি জেলায় ৭০টি, পশ্চিম জেলায় ১০৬টি অভিযোগ জমা পড়েছে। কিন্তু কোনও জয়রাইটে কোনও অভিযোগের নিষ্পত্তি হয়নি। কারণ, নিষ্পত্তি হওয়ার পর যে ন্যায়পাল’র প্রয়োজন সেই ন্যায়পাল নিয়োগ করতে গিয়েই সরকারকে বার বার হেঁটু পেতে হচ্ছে। কর্মণ, সরকার চায় না, বলা ভালো গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী বীষ্ণু দেববর্মণ চান না মানুষের অভিযোগ নিষ্পত্তি হোক। কর্মণ এতে সরকার চাপে পড়ে যেতে পারে। মানুষ নানা ধরনের অভিযোগ জানাতে পারেন। এর চেয়ে বেশি ভালো যিনি অভিযোগের নিষ্পত্তি করেন তিনিই যেখানে নেরেখোনে অভিযোগের নিষ্পত্তিকরবে কে? জানা গেছে, সেশাল অডিউ ইউনিট বেরকমভাবে একবারে পছন্দের জিজ্ঞরসুলীল বেরকমকে পেয়ে গিয়েছেন। বীষ্ণুবর্ষ ন্যায়পাল’র ক্ষেত্রেও একইকম জিজ্ঞর পেয়ে গুরুত্বের। কিন্তু এখানে বক্র মেকেরাও লোকজগত পছন্দ না বলেই নিয়োগ প্রক্রিয়াও সম্পন্ন করতে পারছেন না। আর এধরক সাধারণ মানুষ অভিযোগ জানিয়েও এর কোনও উত্তর পাইছেন না। যাতে করে সবার গণ মানুষের ভোগান্তি বাড়ছে বওণ।

যাচ্ছে শিগগিরই

● **প্রথম পাতার পর** - কি এককোইটে উধাও হয়ে যাবে- এমন প্রশ্নে তারা বহনছেন, কোনো সন্দেহ নেই যে কোভিড থাকবে, কিন্তু সেটা ‘প্যাণ্ডেমিক’ হিসেবে নয়, থাকবে ‘অ্যাস্ভেমিক’ হিসেবে। বিস্মিত ভাইরোলজিস্ট টি জ্যাকব জন বলেছেন, ভারতে ‘অ্যাস্ভেমিক’ বা স্থানীয়স্তরে এই সংক্রমণ রয়ে যাওয়ার মত অবস্থায় যাওয়ার আগে অতন্ত আরও চার সপ্তাহ দেখতে হবে এই রকমভাবে সংক্রমণ হার কম আসে কিনা। ভারতে এক লাখের কম সংক্রমিত শনাক্ত হয়েছেন মঙ্গলবারেও, এই নিম্নে টানা নয় দিন। জন বলেছেন তৃতীয় ধাক্কা যেভাবে দ্রুত এসেছে, তাতে স্ব্তিকর জায়গায় পৌঁছানো যাচ্ছে, তবে তা এখনই ‘অ্যাস্ভেমিক’ হচ্ছে না, অন্তত চার সপ্তাহ দেখতে হবে। গত বছরও ৬ বলেছিল ভারত ‘অ্যাস্ভেমিক’ স্তরে চলে আসছে। তবে জন বলেছেন, আরও শক্তিশালী নমুনার আসার সম্ভাবনা কম। আবার সারা বিশ্বের খাতিতে তার বিপরীত মতও আছে, অস্ট্রেলিয়ার একদল বিজ্ঞানীর মত, ম্যালেরিয়ার মত কোনও কোনও জায়গায় অ্যাস্ভেমিক হয়ে হতে না কোভিড, কননও বাড়বে, কখনও কমবে। যুক্তরাাজ্যে লিভার পুল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জুলিয়ান হিসকল্ল বলেছেন, ‘বলা যায় যে এরকম পরিস্থিতিতে আমরা প্রায় পৌঁছে গিছি। বরংতে পারেন মহামারী শেষ হতে শুরু করেছে; অন্তত যুক্তরাষ্ট্র।’ আমার মনে হয়, ২০২২ সালে আমাদের জীবন প্যাণ্ডেমিকের আগের অবস্থায় ফিরে যাবে। কারণে ভাইরাসেরে ভাইরিয়েন্ট দুর্বল হচ্ছে ওমিক্রনই তার অন্যতম লক্ষণ। বিজ্ঞানীরা আশা করছেন, এই ভাইরিয়েন্ট যত বেশি ছড়াবে, ভাইরাসটি ততই দুর্বল হয়ে পড়বে। এরমধ্য দিয়েই আমরা ভাইরাসের আক্রান্ত হবে তাদের সামান্য এরই সর্দি-কাশি হবে, সামান্য মাথাব্যথা করবে, এবং তারপর লক্ষণে আমরা টিক হয়ে যাব। তাঁদের উদ্দেশ্যে শহরে ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে করোনা ভাইরাসের শনাক্ত হবে। পরের বছরই এই গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়লে স্ব্হবির হয়ে যায় সার্বিক জনজীবন।

রাজনৈতিক কৌশলে থমকে জেআরবিটি”র নিয়োগ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। গত বিধানসভা নির্বাচনে বেকারদের কর্মসংস্থান একটি মুখ্য হয়ে উঠেছিল। আগামী নির্বাচনে একই ইস্যুকে হাতিয়ার করতে চাইছে বিরোধীরা। গত নির্বাচনে যারা শাসন ক্ষমতায় ছিলেন তাঁরা এবার বিরোধী াত্ভাবিক কঁটা দিয়ে কঁটা তোলার চেষ্টা অবশ্যই হবে। তবে বর্তমান সরকার পক্ষ নিজেদের ব্যর্থতা আড়াল করার জন্য যথেষ্ট কৌশল অবলম্বন করছে। অভিযোগ জিআরবিটির নিয়োগ প্রক্রিয়া নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন না করার পেছনে সেই রাজনৈতিক কৌশল মূল কারণ। সম্প্রতি রাজা সরকার জেআরবিটি”র মেয়াদ নভেম্বর পর্যন্ত বৃদ্ধি করেছে। বেকারদের কাছে বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না সহসাই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছে না। তাই প্রতিদিনই বেকাররা সংশ্লিষ্ট দফতরে গিয়ে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের দিনক্ষণ জানার চেষ্টা করছেন। কিন্তু দফতর কর্তৃপক্ষ কোনও সদুত্তর দিতে পারছেন না বলে অভিযোগ। সোমবার কয়েকজন বেকার ফের দফতরে যান। এদিন তাদের সাথে জেআরবিটির এক আধিকারিকের কথা হয়। তিনি নাকি বেকারদের ফল প্রকাশের কোনও নির্দিষ্ট সময় বলতে পারেননি। অথচ সেই আধিকারিক কয়েক মাস আগে বলেছিলেন জানুয়ারিতে ফলাফল প্রকাশ করা হবে। তবে এখন তিনি কোন মাসের উল্লেখ করলেন না। বেকাররা আধিকারিকের সাথে কথা বলে বুঝতে পেরেছেন ফলাফল প্রকাশের বিষয়টি এখন তাদের হাতে নেই। পুরোটাই নির্ভর করছে সরকারের ইচ্ছার উপর। সরকার যেদিন সবেজ সংকেত দেবে তখনই ফলাফল প্রকাশ করা হতে পারে। তবে ফলাফল প্রকাশ হলেই নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ হবে না। অনেকেই মনে করছেন নভেম্বরের শেষ সময়ে ফলাফল প্রকাশ করে রেখে দেওয়া হতে পারে। যাতে শাসক পক্ষ বলতে পারে আগামী ভোট জিতলে করবেন। এক কথায় ভোট জেতার জন্য টোপ।

স্থগিত হচ্ছে না বার নির্বাচন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। বার নির্বাচনে স্থগিতাদেশে একাংশ আইনজীবীদের আবেদনটি সাধারণ সভায় পাঠিয়ে দিলেন রিটার্নিং অফিসার সঙ্গী পদ চৌধুরী। সোমবার ১০ আইনজীবী পক্ষে বার নির্বাচন স্থগিত চেয়ে যে আবেদনটি করা হয়েছিল তাতে কোনও শুনানি করেননি রিটার্নিং অফিসার। যেহেতু নির্বাচনের প্রক্রিয়া পুরোদমে শুরু হয়ে গেছে তাই ভোটার তালিকা সংশোধনের সাপেক্ষে নির্বাচন প্রক্রিয়া বন্ধ করতে রাজী নন তিনি। বিষয়টি সাধারণ সভায় আলোচনার জন্য নির্দিষ্ট করে দিতে এদিন ত্রিপুরা বারের সচিবকে নির্দেশ দিয়েছেন। নির্বাচনে আপত্তি জানিয়ে আইনজীবীদের দায়ের এই আবেদনটি নিয়ে মঙ্গলবার বারের বর্তমান সভাপতি ও সচিব উভয়ের সঙ্গে আবেদনটির উপর বিস্তারিত আলোচনা করেন রিটার্নিং অফিসার। যেহেতু নির্বাচন ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে মনোনয়নপত্র তুলে নিয়েছেন ইচ্ছুক প্রার্থীরা। তাই আপাতত নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় কোনও ব্যঘাত না ঘটিয়ে ভোটার তালিকা সংশ্লিষ্ট এই বিবাদটি সাধারণ সভায় আলোচনার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। বর্তমান সচিবকে এই বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে, সাধারণ সভায় আলোচ্য বিষয়সূচির মধ্যে ভোটার তালিকা সংশ্লিষ্ট এই অভিযোগটি বেন নির্দিষ্ট করে আলোচনায় তোলা হয়। সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত মেনেই আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে। ওইদিনই নির্বাচনেরও দিনক্ষণ নির্দিষ্ট রয়েছে। প্রসঙ্গত, ভোটার তালিকা গরমিলের অভিযোগ তুলে সোমবার ১০ আইনজীবী এক আবেদন করেন যেখানে তালিকা সংশোধন সাপেক্ষে ত্রিপুরা বার নির্বাচন স্থগিত রাখার দাবি করা হয়।

সামান্য যাতায়াতের সুবিধা চেয়ে আন্দোলন না মৃত্যুকে আলিঙ্গন?

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ।। মঙ্গলবার দুপুরে অকস্মাৎ ৪০-৫০ জন নারী-পুরুষ সংঘবদ্ধভাবে বসে পড়ে রেললাইনের উপর। দাবি তাদের নিরাপদে রেল লাইন পারাপারের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ করে একবারে রেল লাইনের উপর



বসে পড়া তাও আবার স্টেশন থেকে প্রায় আড়াই কিমি দূরত্বে। যা কিনা যেকোন সময় গণ আত্মাহুতি সদৃশ আন্দোলনের রূপ নিতে পারে। তীর চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী এই নজিরবিহীন আন্দোলনের ঘটনাটি ঘটে আমবাসা স্টেশন থেকে প্রায় আড়াই কিলোমিটার দূরত্বে কেকমাছড়ার গারো বস্তি এলাকায়। তবে আন্দোলন কারীদের সৌভাগ্য যে, কোনো

মালগাড়ি বা এক্সপ্রেস আসার আগেই খবর পৌঁছে যায় আমবাসা থানায় এবং আমবাসা জি আর পি থানায়। ফলে উভয় থানার পুলিশ অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সহিত পৌছায় ঘটনাস্থলে। এদিকে আমবাসা রেলস্টেশন কর্তৃপক্ষও এই খবর পাওয়া মাত্র এর বার্তা পৌঁছে দেয় অন স্টেশন সহ সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকের

নিকট। ফলে একাধিক প্যাসেঞ্জার এবং মালগাড়িকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় বিভিন্ন স্টেশনে। এদিকে আমবাসা থানার পুলিশ ও জি আর পি অবরোধস্থলে পৌঁছালে অবরোধকারীরা জানায়, তাদের এলাকায় রেললাইন ক্রসিং নেই। তাই রেললাইন পারাপারে তাদের সাংঘাতিক কষ্ট হয়। এর সাহাযে দুর্ঘটনার সম্ভাবনাতো আছেই। তাই তাদের পারাপারের জন্য হয় একটি

দিনকানা প্রশাসন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। প্রশাসনের অক্ষমতায় সুযোগ নিয়ে ধলাই জেলা এখনো পূর্ণ মাত্রায় চলছে জল অর্থাৎ জীবন নিয়ে জালিয়াতি। প্রায় দুই দিন পূর্বে ধলাই জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক সহ তাবড় তাবড় অফিসাররা ঐতিহাসিক (!!) অভিযানে গিয়ে কোন প্রকার বৈধ কাগজপত্র এবং জল পরিশ্রুতকরণের পরিকাঠামো না পেয়ে স্থায়ী তালা বুলানোর নির্দেশ দেওয়া ফ্যাঙ্কির যোমন এখনো চালু আছে এবং নদী-নালার জীবাণুমুক্ত জল মানুষকে দেনার গেলাচ্ছে। তেমনি অপরদিকে সেই অভিযানকারী আধিকারিকরাই কাগজপত্র সহ পরিকাঠামো না পাওয়া অপর একটি ফ্যাঙ্কিরকে কৌশলে ডিসিশন পেন্ডিং নোট দিয়ে অবধি জালিয়াতির সুযোগ করে দিয়েছে। অভিযোগকারী আধিকারিকদের বশ করে জীবন নিয়ে অবধি জালিয়াতির অবৈধ ছাড়পত্র বাগিয়ে নেওয়া একটি জল ফ্যাঙ্কির হল ডলুবাড়ি এলাকার মেসার্স পিওর এন্ড সিওর। অভিযানকারী আধিকারিকদের রিপোর্টেই স্পষ্ট লেখা আছে এই জল কারখানার বি আই এস লাইসেন্স নেই। তারপরও আধিকারিকদের এই কারখানাটি বন্ধের নির্দেশ না দিয়ে ডিসিশন পেন্ডিং রেখে দিল কেন? কিসের বিনিময়ে? ঠিক একই অপরূহে কুলাই নবগ্রামের মালতি আকুয়া পাকাপাকি ভাবে বন্ধের নোটিশ বুলিয়েছে। যদিও মালতি আকুয়া পাকাপাকি ভেনে অস্থায়ী ভাবে বা আংশিকরূপেও বন্ধ হয়নি। সে অন্য কাহিনী। অভিযানকারী দল গত ২৪ জানুয়ারী মালতি আকুয়া বন্ধের লিখিত নির্দেশ দিয়ে আসার কয়েক ঘণ্টা পরেই এক প্রভাবশালী নেতার মধ্যস্থতায় অভিযানকারীদের এক সদস্যের পায়ের ২০ প্রগ্রামি দিয়ে মৌমিক ছাড়পত্র নিয়ে যায় এর মালিক। এক্ষেত্রে ঐ নেতার প্রগ্রামির পরিমাণ জানা যায় নি। ফলে নোটিশ নোটিশের জায়গায় আর জীবন নিয়ে জালিয়াতি তার জায়গায় চলছে দেনার। গত শনিবার অর্থাৎ আমবাসা হাট বারের দিন সকালেও এই কারখানার মালিককে নিজ গাড়ি (টিআর-০৪-১৯৪২ বলেরো মিনি ট্রাক) বোঝাই করে আমবাসা বাজারের দোকানে দোকানে জল সরবরাহ করে। এদিন জনৈক নন্দন পালের দোকানে কমপক্ষে ৩০ টি জার সরবরাহের সময় নন্দন বাবুকে উজ্জাস করা হয় তিনি কেন নিষিদ্ধ ফ্যাঙ্কিরের জল বিক্রি জনা রাখছেন। উত্তরে নন্দনবাবু বলেন, মালতি আকুয়া নিষিদ্ধ তা উনার জানা নেই। উনি দীর্ঘ দিন যাবৎ এই কারখানার জল বিক্রি করছেন। তবে আর করবেন না। সবচেয়ে অবাক করার মতো বিষয় হল- নন্দন পালের দোকান সিএমও অফিসের সদর দরজায়। অর্থাৎ অভিযানকারী আধিকারিকদের নাকের ডগায়। আর তাদের নিষিদ্ধ করা ফ্যাঙ্কিরের জল কুড়ি দিন যাবৎ তাদের নাকের ডগায় আসছে এবং বিক্রয় হচ্ছে। একেই বোধ হয় বলে প্রগ্রামি গুনের দিনকানা।

ডবল ইঞ্জিনে বঞ্চিত প্রতিবন্ধী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। ডবল ইঞ্জিনের গতির মধ্যে এক বছরেও সাংসদ তহবিলের সাহায্য জুটেনি প্রতিবন্ধীদের। মুখ্যমন্ত্রীর হেল্প লাইন নম্বর থেকে শুরু করে সমাজ কল্যাণ দফতরে ঘুরে হতাশ হয়ে পড়েছেন এক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি। শরীরের প্রতিবন্ধকতা নিয়ে একুর পর এক সরকারি আমলাদের দরজায় ঘুরলেও মিলেনি যোগ্য অনুযায়ী সামান্য একটি টাই স্কুটি। প্রতিবন্ধীদের চলাফেরা করার জন্য এই বিশেষ স্কুটি সাংসদের তহবিল থেকে প্রতিবন্ধীদের দেওয়ার কথা। কিন্তু এক বছর আগের নির্দেশিকা পালন করছে না সরকারি দফতর। উল্টো মুখ্যমন্ত্রী থেকে জেলা শাসক অফিস থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে অন্য অফিসের দরজায়। এই অভিযোগ তুলেছেন প্রতিবন্ধীরাই। হতাশ এক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এখন সংবাদমাধ্যমের সাহায্য চাইছেন। প্রকাশ্যেই মুখ খুলেছেন বীরগঞ্জ থানার রাঙামাটি এলাকার বাসিন্দা তথা প্রতিবন্ধী বিপ্লব দাস। গত বছর ২ জানুয়ারি সাংসদ বর্ণা দাস দৈর্ঘ্য তহবিল থেকে ২৪ জন প্রতিবন্ধীকে টাই সাইকেল দেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়। তৎকালীন জেলা শাসক ডাঃ শৈলেশ কুমার যাদব এই সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তিও জারি করেন। বিপ্লব-সহ অন্য প্রতিবন্ধীরা টাই সাইকেল বা তিন চাকার স্কুটি পেতে কয়েকবার শ্যামলীবাজারে ডিভিআরসিতে যোগাযোগ করেন। স্কুটি ছাড়া শারীরিক প্রতিবন্ধীরা চলাফেরা করতে অসুবিধায় পড়ছেন বলে প্রত্যেকবার জানান। এছাড়াও টেলিফোনে বহুবার তারা যোগাযোগ করেন। কিন্তু ডিভিআরসি থেকে জানিয়ে দেওয়া হয় অডিট থেকে আপত্তি দেওয়া হয়েছে। তাই স্কুটি দেওয়া যাচ্ছে না। বিপ্লব সবকিছু জানিয়ে জেলা শাসক অফিসে যান। কিন্তু সেখান থেকেও বলে দেওয়া হয় , টাকা ডিভিআরসিতে পাঠানো হয়ে গেছে। তাদের কিছু করার নেই। জেলা শাসকের অফিস থেকে প্রতিবন্ধী বিপ্লব দাসের অভিযোগটি ডিভিআরসি অফিসে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তিনি বাধ্য হয়ে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে মহাক্ষমত্রে একটি চিঠি দেন। এটি পাঠিয়ে দেওয়া হয় সমাজকল্যাণ দফতরে। এই দফতরও স্কুটি পাইয়ে দিতে একটি চিঠি নরসিংগড়ে সিআরসির অধিকর্তার কাছে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু সিআরসি থেকেও স্কুটি দেওয়া হয়নি বিপ্লবকে। তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে জানাতে ছেল্ল লাইন নম্বর ১৯০৫ -এ ফোন করেন। কিন্তু এরপরও তার প্রাপ্য স্কুটি পাননি। এরপর রাজা সরকারের কার কাছে আবেদন করলে স্কুটি পাবেন তা বুঝতে পারছেন না শারীরিক প্রতিবন্ধী বিপ্লব। হতাশ হয়ে সংবাদমাধ্যমের সাহায্য চাইছেন তিনি। সরকারি নির্দেশিকার কাগজ থানার পরও সামান্য স্কুটি পাচ্ছেন না প্রতিবন্ধীরা। অডিটের অজুহাত দেখিয়ে সাংসদ তহবিলের টাকা নয়-হয় করারও অভিযোগ উঠছে। মুখ্যমন্ত্রীর অফিসের নির্দেশিকাকে পর্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না অভিযোগ উঠেছে।

পানীয় জলের দাবিতে পথে প্রমীলা বাহিনী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ।। দীর্ঘ এক বছর যাবৎ পানীয় জলের কোন স্থায়ী উৎস নেই ধলাই জেলা হাসপাতাল সংলগ্ন বাসুদেব পাড়া এলাকায়। থাামবাসীদের আন্দোলনের জেরে গাড়ি যোগে জল সরবরাহ করত পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধি দফতর। তাও একদিন পর পর সীমিত পরিমাণ (এক দফায় ২/৩ কলস যে যতটা নিতে পারে)। এই দিয়েই অতিকষ্টে এবং যে দুই-একজনের বাড়িতে টিউবওয়েল রয়েছে তাদের বাড়ি থেকে সংগ্রহ করে দিন কাটাচ্ছিল মানুষ। কিন্তু গত একমাস যাবৎ এই গাড়ি যোগে জল সরবরাহও অনিয়মিত হয়ে পড়ে। ৩/৪ দিন পর পর হঠাৎ একদিন উদয় হয় জলের গাড়ি। এতে তাৎক্ষণিক যারা



খবর পায় তাদের ভাগ্যেই জুটে ২০-৩০ লিটার পানীয় জল। এরই মাঝে মঙ্গলবার জলের গাড়ির এই বিরাম ৫ দিনে পৌঁছায়। সামান্য পানীয় জলের জন্য গুরু হয হাহাকার। এতে উ পায়াত্তর না পেয়ে মঙ্গলবার সকাল নয়টা নাগাদ এলাকার শতাধিক প্রমীলা খালি কলসি, বালতি নিয়ে উপস্থিত হয় আমবাসা কমলপুর সড়কে। জেলা হাসপাতাল সংলগ্ন কাছিমছড়াগামী সড়কের মুখে আমবাসা -কমলপুর সড়ক অবরোধ করে বসে শতাধিক ক্ষুব্ধ প্রমীলা। যার খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ অবরোধস্থলে হাজির হয় আমবাসা থানার পুলিশ , আবেদন জানায় অবরোধ প্রত্যাহারের। কিন্তু জলের দাবিতে অনড় প্রমীলা বাহিনী পুলিশের আবেদনে কোন সাড়া দেয়নি। পরে পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধি দফতরের আধিকারিকরা গিয়ে এদিনই গাড়ি দিয়ে জল সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিলে বেলা ১১টা নাগাদ প্রত্যাহার হয় অবরোধ। এদিকে গ্রামবাসীরা জানান , তাদের এলাকায় একটি নলকূপ বসানোর কাজ শেষ হয়ে আছে অনেক দিন হল , কিন্তু রহস্যজনক কারণে সেই নলকূপ চালু করছে না দফতর। একাংশের দাবি এই নলকূপের নল বোরিং করা হয়েছে একচতুর্থাংশ ফলে এখন আর জল উঠেনা তাই চালু করা যাচ্ছে না এটি। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, ধলাই জেলায় এমন শত শত নলকূপ রয়েছে যেগুলোতে উদ্বোধনের সময়ই কেবল জল বেরোতে দেখেছে মানুষ। দ্বিতীয় বার আর দেখেনি। অথচ কেবল গত ১০-১২ বছরে ধলাই জেলারগ্রাম-পাহাড়তলগুলো পানীয় জলের উৎস তৈরী করা হয়েছে তার অর্ধেকও যদি সচল থাকতো তবে জল সৰ্কটের প্রশ্নই উঠত না।

তথ্যমন্ত্রীর শোক প্রকাশ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ।। কিংবদন্তী সঙ্গীতশিল্পী বঙ্গবিভূষণ গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। তিনি তাঁর শোক বার্তায় বলেছেন, কয়েকদিন আগেই সকলকে শোকে বিহ্বল করে চিরনিদ্রার পথে চলে গিয়েছেন বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী লতা মঙ্গেশকর। লতা মঙ্গেশকরের পর আবারও একবার সঙ্গীত জগতে ইন্দ্রপতন হলো! প্রয়াত হলেন গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। কোভিডকে পরাস্ত করলেও জীবনযুদ্ধে হেরে গেলেন ৯০ বছরের কিংবদন্তী এই সঙ্গীতশিল্পী। তাঁর মৃত্যুতে সঙ্গীত জগতের অপূরণীয় ক্ষতি হলো। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ভারতীয় সৈন্য ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি তাঁর অতুলনীয় ভালোবাসা ও দেশপ্রেম তিনি তাঁর গানের মাধ্যমে প্রকাশ করেছি লেন। ছবির গানের পাশাপাশি বাংলা আধুনিক গান ও ধ্রুপদী সঙ্গীতেও তিনি ছিলেন সমান পারদর্শী। ৫০ বছরেরও বেশি সময় নানা ভাষার ছবিতে শ্রেয়সীত্ব করেছেন তিনি। জাতীয় পুরস্কারজয়ী সঙ্গীতশিল্পী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের পরিবার এবং অসংখ্য অনুরাগীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন মন্ত্রী।

প্রশাসনিক ব্যর্থতায় ক্ষুব্ধ নাগরিকদের অবরোধ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সাক্রম, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে পানীয় জলের সমস্যা দিনের পরদিন চরম আকার ধারণ করেছে। এছাড়াও রাস্তার বেহাল দশার ফলে জনসাধারণকে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। পানীয় জলের সমস্যা সমাধান কিংবা রাস্তা সংস্কারের

খবরের জেরে টনক নড়লো

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। প্রতিবাদী কলম পত্রিকার খবরের জেরে টনক নড়লো প্রশাসন ও দপ্তরে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিলোনিয়া পুর পরিষদের পাঁচ নং ওয়ার্ডের বুরজ কলেনি পরিচালনা করছে। সরকার সরকারি বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বলে অভিযোগ জানিয়ে ছিলেন। এছাড়াও সরকারি ঘর ও বিজ্ঞানসম্মত শৌচাগার কপালে জোটেনি বলেও আক্ষেপের সুরে সংবাদমাধ্যমের সামনে তুলে ধরেছিলেন। সেইসঙ্গে দিব্যাদ্গজন মেয়ে ভাতা পাচ্ছে না বলেও অভিযোগ জানিয়েছিলেন। দু’দিন আগে প্রতিবাদী কলম পেশায় দিনমজুর শংকর সরকারের বক্তব্যমূলে সংবাদ প্রকাশিত করে। আর এই সংবাদ প্রকাশিত হতেই বিলোনিয়া পুর পরিষদের মুখ্য কাৰ্যনির্বাহী আধিকারিক তথা মহকুমা শাসক মানিক লাল দাসের বিষয়টি নজরে আসতেই বিলোনিয়া পুর পরিষদের কাউন্সিলার সুশংকর ভৌমিক’র

ভূমিহীন গৃহহীন গিরিবুল্লি চরেই ছয় ছেলেমেয়ে নিয়ে গাছতলার বাসিন্দা!

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনিগর, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। ২৫ বছরের বাম আমলের ‘স্বর্ণযুগ’ হোক অথবা ৪ বছরের বাম আমলের সবকা সাপ-সবকা বিকাশের স্লোগানই হোক —



সবকিছুই যেন ‘পূর্ণিমার চাঁদ যেন বলসানো রকি’ ঠেকছে ৪৬ বছরের স্বামী পরিত্যক্ত গিরিবুল্লি চরেই (দাস) এবং তার ৬ ছেলেমেয়ের নিকট। কারণ, তাদের নাই বরতে কিছুই নেই। এক সময় পূর্বপুরুষদের বিশাল জোতজমি থাকলেও শক্তিমান ও প্রভাবশালীরা নাকি

কমিউনিটি হেলথ সেন্টার পরিদর্শনে মন্ত্রী সুশান্ত



প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। মঙ্গলবার জিরানিয়া কমিউনিটি হেলথ সেন্টার পরিদর্শন করেন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের স্বাস্থ্য পরিষেবা আরও কিভাবে উন্নত করা যায় তা খতিয়ে দেখতেই কমিউনিটি হেলথ সেন্টারটি পরিদর্শন করেন। একটি মুখোপাধ্যায়ের পরিবার এবং অসংখ্য অনুরাগীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন মন্ত্রী।

সেন্টারের বিভিন্ন বিভাগগুলো ঘুরে দেখেন। কথা বলেন স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে। এদিন পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য দফতরের প্রধান সচিব জে কে সিনহা, পশ্চিম জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. দেবাশিস দাস, জিরানিয়ার মহকুমা শাসক জীবন কৃষ্ণ আচার্য, জিরানিয়া রুকের বিডিও উৎপল চাকমা, জিরানিয়া পঞ্চায়ত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান প্রীতম দেবনাথ, জিরানিয়া নগর পঞ্চায়েতের

চেয়ারপার্সন রতন কুমার দাস, ভাইস চেয়ারপার্সন রীতা দাস, সমাজসেবী গৌরাদ্ভ ডৌমিক, ডা. রেজিনা রাখুল প্রমুখ। জিরানিয়া সিএইচসি পরিদর্শন শেষে তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রী পরিদর্শন করেন রানিরবাজার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি। সেখানেও বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শন করেন, কথা বলেন স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে। উপস্থিত ছিলেন রানিরবাজার পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন প্রবীর কুমার দাস, এম ও আই সি ডি, দীপ্তি রায় প্রমুখ।

নাটকীয় অভিযানের পর ফটোসেশন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। নিজেদের মুখ বাঁচাতে এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দাব্যতুলি খেয়ে মাঝে মাঝে বন দফতরের কর্মীরা অভিযান চালান। মঙ্গলবারও তাদের আরও এক নাটকীয় অভিযান সংগঠিত হয়। এদিন সকালে কম করে ১৫টি অবৈধ বালি উত্তোলনের মেশিন এবং বেশ কয়েকটি স-মিল পেরিয়ে গিয়ে চড়িলাম বন দফতরের কর্মীরা দুটি গাড়ি আটক করে নিয়ে আসে। তবে তাদের এই অভিযান



নিজেদের মুখ রক্ষার জন্য বলে কটাক্ষ করেছেন স্থানীয়রা। একে তো ব্যর্থতার শেষ নেই, তার উপর দুটি গাড়ি ধরে এনে একেবারে ফটোসেশনে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। খোদ মুখামন্ত্রী যেখানে বন দস্যুদের আটক করেছেন, সেই জায়গায় বনকর্মীরা আজ পর্যন্ত কতজন বন দস্যুকে আটক করেছেন তা কেউই বলতে পারবেন না। তবে মাঝে মাঝে তারা কিছু কাঠ উদ্ধার করে নিজেদের অস্তিত্বের জানান দেন। এদিনের ঘটনার পেছনেও সেই একই গল্প। চড়িলাম এবং বিশালগড় বন বিভাগে শুণু টাকার খেলা চলে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। অবৈধ স-মিলেরে ছড়াছড়ি। কিন্তু তারা অভিযানে বের হলেই কখনও বন দস্যুদের, কখনও আবার ক্ষুব্ধ নাগরিকদের তাড়া শোয়ে পালিয়ে আসেন। তবে পালিয়ে আসার পেছনেও অনেক গল্প লুকিয়ে থাকে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। কারণ, সবকটি ঘটনার সাক্ষী এলাকার নাগরিকরা।

ভস্মীভূত ঘর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কদমতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। নাশকতা মূলক অধিকাণ্ডে এক মহিলার বসতঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়। সোমবার রাতে পানিসাগর সিএসএফ সেক্টর হেড কোয়ার্টার সংলগ্ন ৭নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা আরতি নাথের বাড়িতে এই ঘটনা। রাতে ওই মহিলার ঘর পুড়ে যেতে দেখে স্থানীয় লোকজন ছুটে আসেন। দমকল কর্মীরা এসে আগুন নেভালেও ঘরের কিছুই রক্ষা হয়নি। আরতি নাথ সরাসরি অভিযোগ করেন প্রতিবেশী সাগর নাথের বিরুদ্ধে। তার কথা অনুযায়ী সাগর নাথের সাথে আগের দিন ঝগড়া হয়েছিল। এর আগেও দু’জনের মধ্যে ঝগড়া হয়। একবার সাগর নাথ আরতি নাথকে মারার জন্য এগিয়ে এসেছিল। তাই এই ঘটনার পর সাগর নাথকেই তিনি সন্দেহ করছেন। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে মহিলার ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। অভিযুক্ত সাগরের বিরুদ্ধে ৭নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা আরতি নাথের বাড়িতে এই ঘটনা। তার কথা অনুযায়ী সাগর নাথের সাথে আগের দিন ঝগড়া হয়েছিল। এর আগেও দু’জনের মধ্যে ঝগড়া হয়। একবার সাগর নাথ আরতি নাথকে মারার জন্য এগিয়ে এসেছিল। তাই এই ঘটনার পর সাগর নাথকেই তিনি সন্দেহ করছেন। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে মহিলার ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। অভিযুক্ত সাগরের বিরুদ্ধে ৭নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা আরতি নাথের বাড়িতে এই ঘটনা। তার কথা অনুযায়ী সাগর নাথের সাথে আগের দিন ঝগড়া হয়েছিল। এর আগেও দু’জনের মধ্যে ঝগড়া হয়। একবার সাগর নাথ আরতি নাথকে মারার জন্য এগিয়ে এসেছিল। তাই এই ঘটনার পর সাগর নাথকেই তিনি সন্দেহ করছেন। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে মহিলার ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। অভিযুক্ত সাগরের বিরুদ্ধে ৭নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা আরতি নাথের বাড়িতে এই ঘটনা। তার কথা অনুযায়ী সাগর নাথের সাথে আগের দিন ঝগড়া হয়েছিল। এর আগেও দু’জনের মধ্যে ঝগড়া হয়। একবার সাগর নাথ আরতি নাথকে মারার জন্য এগিয়ে এসেছিল। তাই এই ঘটনার পর সাগর নাথকেই তিনি সন্দেহ করছেন। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে মহিলার ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। অভিযুক্ত সাগরের বিরুদ্ধে ৭নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা আরতি নাথের বাড়িতে এই ঘটনা। তার কথা অনুযায়ী সাগর নাথের সাথে আগের দিন ঝগড়া হয়েছিল। এর আগেও দু’জনের মধ্যে ঝগড়া হয়। একবার সাগর নাথ আরতি নাথকে মারার জন্য এগিয়ে এসেছিল। তাই এই ঘটনার পর সাগর নাথকেই তিনি সন্দেহ করছেন। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে মহিলার ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। অভিযুক্ত সাগরের বিরুদ্ধে ৭নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা আরতি নাথের বাড়িতে এই ঘটনা। তার কথা অনুযায়ী সাগর নাথের সাথে আগের দিন ঝগড়া হয়েছিল। এর আগেও দু’জনের মধ্যে ঝগড়া হয়। একবার সাগর নাথ আরতি নাথকে মারার জন্য এগিয়ে এসেছিল। তাই এই ঘটনার পর সাগর নাথকেই তিনি সন্দেহ করছেন। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে মহিলার ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। অভিযুক্ত সাগরের বিরুদ্ধে ৭নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা আরতি নাথের বাড়িতে এই ঘটনা। তার কথা অনুযায়ী সাগর নাথের সাথে আগের দিন ঝগড়া হয়েছিল। এর আগেও দু’জনের মধ্যে ঝগড়া হয়। একবার সাগর নাথ আরতি নাথকে মারার জন্য এগিয়ে এসেছিল। তাই এই ঘটনার পর সাগর নাথকেই তিনি সন্দেহ করছেন। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে মহিলার ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। অভিযুক্ত সাগরের বিরুদ্ধে ৭নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা আরতি নাথের বাড়িতে এই ঘটনা। তার কথা অনুযায়ী সাগর নাথের সাথে আগের দিন ঝগড়া হয়েছিল। এর আগেও দু’জনের মধ্যে ঝগড়া হয়। একবার সাগর নাথ আরতি নাথকে মারার জন্য এগিয়ে এসেছিল। তাই এই ঘটনার পর সাগর নাথকেই তিনি সন্দেহ করছেন। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে মহিলার ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। অভিযুক্ত সাগরের বিরুদ্ধে ৭নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা আরতি নাথের বাড়িতে এই ঘটনা। তার কথা অনুযায়ী সাগর নাথের সাথে আগের দিন ঝগড়া হয়েছিল। এর আগেও দু’জনের মধ্যে ঝগড়া হয়। একবার সাগর নাথ আরতি নাথকে মারার জন্য এগিয়ে এসেছিল। তাই এই ঘটনার পর সাগর নাথকেই তিনি সন্দেহ করছেন। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে মহিলার ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। অভিযুক্ত সাগরের বিরুদ্ধে ৭নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা আরতি নাথের বাড়িতে এই ঘটনা। তার কথা অনুযায়ী সাগর নাথের সাথে আগের দিন ঝগড়া হয়েছিল। এর আগেও দু’জনের মধ্যে ঝগড়া হয়। একবার সাগর নাথ আরতি নাথকে মারার জন্য এগিয়ে এসেছিল। তাই এই ঘটনার পর সাগর নাথকেই তিনি সন্দেহ করছেন। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে মহিলার ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। অভিযুক্ত সাগরের বিরুদ্ধে ৭নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা আরতি নাথের বাড়িতে এই ঘটনা। তার কথা অনুযায়ী সাগর নাথের সাথে আগের দিন ঝগড়া হয়েছিল। এর আগেও দু’জনের মধ্যে ঝগড়া হয়। একবার সাগর নাথ আরতি নাথকে মারার জন্য এগিয়ে এসেছিল। তাই এই ঘটনার পর সাগর নাথকেই তিনি সন্দেহ করছেন। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে মহিলার ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। অভিযুক্ত সাগরের বিরুদ্ধে ৭নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা আরতি নাথের বাড়িতে এই ঘটনা। তার কথা অনুযায়ী সাগর নাথের সাথে আগের দিন ঝগড়া হয়েছিল। এর আগেও দু’জনের মধ্যে ঝগড়া হয়। একবার সাগর নাথ আরতি নাথকে মারার জন্য এগিয়ে এসেছিল। তাই এই ঘটনার পর সাগর নাথকেই তিনি সন্দেহ করছেন। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে মহিলার ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। অভিযুক্ত সাগরের বিরুদ্ধে ৭নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা আরতি নাথের বাড়িতে এই ঘটনা। তার কথা অনুযায়ী সাগর নাথের সাথে আগের দিন ঝগড়া হয়েছিল। এর আগেও দু’জনের মধ্যে ঝগড়া হয়। একবার সাগর নাথ আরতি নাথকে মারার জন্য এগিয়ে এসেছিল। তাই এই ঘটনার পর সাগর নাথকেই তিনি সন্দেহ করছেন। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে মহিলার ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। অভিযুক্ত সাগরের বিরুদ্ধে ৭নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা আরতি নাথের বাড়িতে এই ঘটনা। তার কথা অনুযায়ী সাগর নাথের সাথে আগের দিন ঝগড়া হয়েছিল। এর আগেও দু’জনের মধ্যে ঝগড়া হয়। একবার সাগর নাথ আরতি নাথকে মারার জন্য এগিয়ে এসেছিল। তাই এই ঘটনার পর সাগর নাথকেই তিনি সন্দেহ করছেন। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে মহিলার ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। অভিযুক্ত সাগরের বিরুদ্ধে ৭নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা আরতি নাথের বাড়িতে এই ঘটনা। তার কথা অনুযায়ী সাগর নাথের সাথে আগের দিন ঝগড়া হয়েছিল। এর আগেও দু’জনের মধ্যে ঝগড়া হয়। একবার সাগর নাথ আরতি নাথকে মারার জন্য এগিয়ে এসেছিল। তাই এই ঘটনার পর সাগর নাথকেই তিনি সন্দেহ করছেন। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে মহিলার ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। অভিযুক্ত সাগরের বিরুদ্ধে ৭নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা আরতি নাথের বাড়িতে এই ঘটনা। তার কথা অনুযায়ী সাগর নাথের সাথে আগের দিন ঝগড়া হয়েছিল। এর আগেও দু’জনের মধ্যে ঝগড়া হয়। একবার সাগর নাথ আরতি নাথকে মারার জন্য এগিয়ে এসেছিল। তাই এই ঘটনার পর সাগর নাথকেই তিনি সন্দেহ করছেন। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে মহিলার ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। অভিযুক্ত সাগরের বিরুদ্ধে ৭নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা আরতি নাথের বাড়িতে এই ঘটনা। তার কথা অনুযায়ী সাগর নাথের সাথে আগের দিন ঝগড়া হয়েছিল। এর আগেও দু’জনের মধ্যে ঝগড়া হয়। একবার সাগর নাথ আরতি নাথকে মারার জন্য এগিয়ে এসেছিল। তাই এই ঘটনার পর সাগর নাথকেই তিনি সন্দেহ করছেন। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে মহিলার ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। অভিযুক্ত সাগরের বিরুদ্ধে ৭নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা আরতি নাথের বাড়িতে এই ঘটনা। তার কথা অনুযায়ী সাগর নাথের সাথে আগের দিন ঝগড়া হয়েছিল। এর আগেও দু’জনের মধ্যে ঝগড়া হয়। একবার সাগর নাথ আরতি নাথকে মারার জন্য এগিয়ে এসেছিল। তাই এই ঘটনার পর সাগর নাথকেই তিনি সন্দেহ করছেন। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে মহিলার ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। অভিযুক্ত সাগরের বিরুদ্ধে ৭নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা আরতি নাথের বাড়িতে এই ঘটনা। তার কথা অনুযায়ী সাগর নাথের সাথে আগের দিন ঝগড়া হয়েছিল। এর আগেও দু’জনের মধ্যে ঝগড়া হয়। একবার সাগর নাথ আরতি নাথকে মারার জন্য এগিয়ে এসেছিল। তাই এই ঘটনার পর সাগর নাথকেই তিনি সন্দেহ করছেন। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে মহিলার ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। অভিযুক্ত সাগরের বিরুদ্ধে ৭নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা আরতি নাথের বাড়িতে এই ঘটনা। তার কথা অনুযায়ী সাগর নাথের সাথে আগের দিন ঝগড়া হয়েছিল। এর আগেও দু’জনের মধ্যে ঝগড়া হয়। একবার সাগর নাথ আরতি নাথকে মারার জন্য এগিয়ে এসেছিল। তাই এই ঘটনার পর সাগর নাথকেই তিনি সন্দেহ করছেন। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে মহিলার ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। অভিযুক্ত সাগরের বিরুদ্ধে ৭নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা আরতি নাথের বাড়িতে এই ঘটনা। তার কথা অনুযায়ী সাগর নাথের সাথে আগের দিন ঝগড়া হয়েছিল। এর আগেও দু’জনের মধ্যে ঝগড়া হয়। একবার সাগর নাথ আরতি নাথকে মারার জন্য এগিয়ে এসেছিল। তাই এই ঘটনার পর সাগর নাথকেই তিনি সন্দেহ করছেন। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে মহিলার ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। অভিযুক্ত সাগরের বিরুদ্ধে ৭নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা আরতি নাথের বাড়িতে এই ঘটনা। তার কথা অনুযায়ী সাগর নাথের সাথে আগের দিন ঝগড়া হয়েছিল। এর আগেও দু’জনের মধ্যে ঝগড়া হয়। একবার সাগর নাথ আরতি নাথকে মারার জন্য এগিয়ে এসেছিল। তাই এই ঘটনার পর সাগর নাথকেই তিনি সন্দেহ করছেন। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে মহিলার ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। অভিযুক্ত সাগরের বিরুদ্ধে ৭নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা আরতি নাথের বাড়িতে এই ঘটনা। তার কথা অনুযায়ী সাগর নাথের সাথে আগের দিন ঝগড়া হয়েছিল। এর আগেও দু’জনের মধ্যে ঝগড়া হয়। একবার সাগর নাথ আরতি নাথকে মারার জন্য এগিয়ে এসেছিল। তাই এই ঘটনার পর সাগর নাথকেই তিনি সন্দেহ করছেন। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে মহিলার ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। অভিযুক্ত সাগরের বিরুদ্ধে ৭নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা আরতি নাথের বাড়িতে এই ঘটনা। তার কথা অনুযায়ী সাগর নাথের সাথে আগের দিন ঝগড়া হয়েছিল। এর আগেও দু’জনের মধ্যে ঝগড়া হয়। একবার সাগর নাথ আরতি নাথকে মারার জন্য এগিয়ে এসেছিল। তাই এই ঘটনার পর সাগর নাথকেই তিনি সন্দেহ করছেন। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে মহিলার ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। অভিযুক্ত সাগরের বিরুদ্ধে ৭নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা আরতি নাথের বাড়িতে এই ঘটনা। তার কথা অনুযায়ী সাগর নাথের সাথে আগের দিন ঝগড়া হয়েছিল। এর আগেও দু’জনের মধ্যে ঝগড়া হয়। একবার সাগর নাথ আরতি নাথকে মারার জন্য এগিয়ে এসেছিল। তাই এই ঘটনার পর সাগর নাথকেই তিনি সন্দেহ করছেন। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে মহিলার ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। অভিযুক্ত সাগরের বিরুদ্ধে ৭নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা আরতি নাথের বাড়িতে এই ঘটনা। তার কথা অনুযায়ী সাগর নাথের সাথে আগের দিন ঝগ

মৃত কর্মীর ছেলের বদলে চাকরি পেলেন শাসক নেতা

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। বাবা ২৫ বছর পাশ্প অপারেটর হিসেবে কর্মরত ছিলেন। মৃত্যুর আগে তিনি বেশ কিছুদিন অসুস্থ ছিলেন। ওই সময় তার ছেলে সুপ্রিয় দাস বাবার দায়িত্ব সামলান। চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার বাবার মৃত্যু হয়। ২৪ বছরের সুপ্রিয় দাস বাবার মৃত্যুর পর লিখিতভাবে আবেদন করেছিলেন সুখলাল দাসের জায়গায় যেন তাকে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেন। সুপ্রিয় দাসের কথা অনুযায়ী ওই সময় গ্রামের নেতারাও তাকে বাবার চাকরি দেওয়ার বিষয়ে আশ্বস্ত করেছিলেন। মণ্ডল থেকে পঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত নেতারা একই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময় দেখা গেছে, ওই এলাকার বিজেপি নেতা উত্তম পাল পাশ্প করার পঞ্চায়েতে গিয়ে কর্কশ।

এখন সুখলাল দাসের ছেলে অসহায় হয়ে পড়েছেন। অনেকেই সংদেহ উত্তম পালকে চাকরি প্রদানের পেছনে অন্য কোন খেলা হয়েছে। যেহেতু, উত্তম পাল এলাকায় নেতা হিসেবে পরিচিত এবং তার প্রতিপত্তি আছে তাই সুপ্রিয় দাসকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও তারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। এই ঘটনা নিয়ে এলাকায় অনেকেই সমালোচনা করেছেন। তবে নেতাদের বিরুদ্ধে কেউই সরাসরি মুখ খুলেননি। সুপ্রিয় দাস জানান, নেতারা প্রতিশ্রুতির খেলাপ করবেন তা তিনি কখনই ভাবতে পারেননি। এদিকে, উত্তম পালকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি পঞ্চায়েত কার্যালয় দেখিয়ে নেন। তার বক্তব্য, যা কিছু প্রশ্ন করার পঞ্চায়েতে গিয়ে কর্কশ।

দুই জওয়ান হত্যা মামলায় চার্জশিট

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। কোণাবন জিসিএস-এ দুই টিএসআর জওয়ান হত্যা মামলার চার্জশিট জমা পড়লো আদালতে। মঙ্গলবার মধুপুর থানার পুলিশ বিশালগড় আদালতে চার্জশিট জমা দেয়। সঙ্গে পুলিশের তরফ থেকে রোহেৎ খোদেন জানানো হয় অভিযুক্ত রাইফেলম্যান সুকান্ত দাসকে জেলে রেখে বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য। এদিকে অভিযুক্ত সুকান্ত দাসকে এদিন আদালতে পেশ করা হলে পুনরায় জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। গত বছর ৪ ডিসেম্বর কোনাবন জিসিএস-এ কর্মরত রাইফেলম্যান সুকান্ত দাস সহকারী সুবেদার মাকর্ন সিং জমাতিয়া এবং নায়েব সুবেদার কিরণ কুমার জমাতিয়াকে গুলি করে নৃশংসভাবে হত্যা করে। অভিযুক্ত সুকান্ত দাস ঘটনার পর মধুপুর থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করেছিল। ঘটনার পর গোটা রাজ্য জুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। দাবি উঠে অভিযুক্ত সুকান্ত দাসের বিরুদ্ধে কঠোর যেন শাস্তি প্রদান করা হয়। এমনকী ফাঁসির দাবিও উঠে বিভিন্ন মহল থেকে। এই ধরনের ঘটনা রাজ্যের বুকে নজিরবিহীন বলেও মন্তব্য করেন অনেকে। এদিন পুলিশের তরফ থেকে আদালতে চার্জশিট জমা দেওয়া হয়। ঘটনার ৭৩ দিনের মাথায় পুলিশ চার্জশিট জমা দিতে পেরেছে। মামলার তদন্তকারী অফিসার শুভজিং দেব। আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি সুকান্ত দাসকে পুনরায় আদালতে পেশ করা হবে বলে সরকারি আইনজীবী গৌতম গিরি জানান। তদন্তকার্য যতটা দ্রুত শেষ হয়েছে ঠিক তেমনি বিচার প্রক্রিয়া কত দ্রুত শেষ হয় সেদিকেই তাকিয়ে সবাই।

ভাষণই সার! বেঁচে থাকার একমাত্র ভরসা ছড়ার জল

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে পানীয় জলের সংকট চরম আকার ধারণ করে নিয়েছে। শুখা মরশুমের লগ্নেও প্রত্যন্ত এলাকাগুলি তীব্র পানীয় জলের সংকটে ঝুঁকছে। সংখ্যক অসংখ্য হওয়ার বিষয় হলো, ১৬০ পরিবার গিরিবাসীদের জল একটি জলের উৎস নির্মাণ করে দিতে পারেনি স্থানীয় প্রশাসন বলে অভিযোগ। ঘটনা মুন্সিয়াকামী আরডি ব্লকের অধীনে শ্রীরামখরা এডিসি ভিলেজের পাঁচটি জনজাতি বসতি পাড়া এলাকায়। এডিসি ভোটের প্রাক্কালে তিপ্রা মখা পল্লের নেতৃত্বধরা স্থানীয় জনজাতিদের জল সংকটমোচনের আশ্বাস দিলেও নির্বাচনের বেতরবী পান হওয়ার ৯ মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও নেতাবাদুলের অব্যবস্থাপন দিয়ে খুঁজে পাওয়া দুর্ধর বলে অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। কিন্তু গিরিবাসীদের জল সংকটমোচন তো দূরের কথা উল্টো জল সংকট তীব্র আকার ধারণ করেছে। আর নেতাদের দেওয়া আশ্বাসের বাণী বিপরীও জলের নিচে তলিয়ে গেছে। জানা যায়, মুন্সিয়াকামী আরডি ব্লকের অধীনে শ্রীরামখরা এডিসি ভিলেজের শুভানন্দ পাড়া, কৃষ্ণকুমার পাড়া, রঙ্গিপাড়া, মুলাইয়াপাড়া, ধর্মীরামপাড়াগুলিতে পানীয় জলের উৎস নির্মাণ করে দিতে পারেনি রক্ব এবং এডিসি প্রশাসন বলে অভিযোগ। যার ফলে ওইসব এলাকাগুলিতে বসবাসরত জনজাতিদের কপালে বিপদ পানীয় জল জোটে না। এজন্য স্থানীয় জনজাতি গিরিবাসীরা ছড়ার পাশে গর্ত করে সেই নোংরা জল দিয়ে জল তেষ্টা নিবারণ করে আসছে দিনের পর দিন। যার ফলে ওইসব বসবাসরত স্থানীয় জনজাতিদের বিভিন্ন উদরখাতি রোয়ের প্রকোপে পড়তে হয় অরহর। স্থানীয় অংশের মানুষদের দাবি প্রশাসন যাতে তাদের জন্য জলের উৎস নির্মাণ করে দেয়। এখন দেখার বিষয়, সর্ববাদ প্রকাশের পর ব্লক প্রশাসন সহ এডিসি প্রশাসন জল সংকটমোচনে স্থায়ী ব্যবস্থা কবে নাগাদ করতে সক্ষম হয়।

স্কুটি থেকে টাকা চুরি

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। দিনিদুপুরে ব্যান্ডার সামনে সিআরপিএফ জওয়ানের স্কুটি থেকে ৩০ হাজার টাকা হাতিয়ে নিয়ে যায় চোরের দল। ঘটনা বিশালগড় এনআইআই শাখার সামনে। এদিন দুপুর দেড়টা নাগাদ সিআরপিএফ জওয়ান জওহর দেববর্মার স্কুটি থেকে টাকা নিয়ে যায় কে বা কারা। ঘটনার পর ওই জওয়ান ছুটে এসে বিশালগড় থানায়। জওহর দেববর্মা

জানান, তিনি স্কুটি বাইরে রেখে ব্যান্ডের ভেতরে যান। ওই সময় স্কুটির ভেতরেই ৩০ হাজার টাকা রাখা ছিল। ব্যান্ড থেকে বেরিয়ে এসে তিনি দেখেন স্কুটি থেকে টাকা উধাও। এখন প্রশ্ন উঠছে প্রকাশ্য দিবালোকে কিভাবে স্কুটির তালা ভেঙেও টাকা চুরি করা হল? এই ঘটনা জানাজনি হতেই স্থানীয়রা কিছুটা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। কারণ, প্রতিদিন ওই ব্যান্ডে আসেন শত শত গ্রাহক।

আছেন। তাই তিনি না আসলে সাবসেন্টার খোলা হয় না। বিভিন্ন সময় তাকে দাফতরিক কাজে মহকুমা সদরে কিংবা স্বাস্থ্য দফতরে ছুটে আসতে হয়। তখনও স্বাস্থ্য কেন্দ্রে তালা খুলতে থাকে। গ্রামের মানুষকে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করতে অবিলম্বে আরও স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ করা প্রয়োজন বলে মনে করছেন নাগরিকরা। যদি স্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়ে তোলা হয় তাহলে অবশ্যই

পরিষেবা প্রদানেও লোক থাকা প্রয়োজন। তা না হলে স্বাস্থ্য কেন্দ্র থাকা আর না থাকা একই কথা। যেহেতু গ্রামাঞ্চলের নাগরিকদের কাছে অর্থকষ্ট কম, তাই তাদের পক্ষে শহরে এসে সবসময় চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। তারা স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকেই পরিষেবা গ্রহণ করে থাকেন। এই পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য কেন্দ্র বন্ধ থাকায় নাগরিকরা বিভিন্ন সময় হয়রানির শিকার হচ্ছেন।

নেতার চাপে বালির গাড়ি ছেড়ে দিলো বনকর্মীরা

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। নেতা বলে কথা। তাদের কথাই যেন সর্ববিধান। এই রাজ্যের পুলিশ থেকে শুরু করে বনকর্মীরাও এখন নেতার কথাই শুনছেন বলে অভিযোগ। মঙ্গলবার তেলিয়ামুড়ায় এই ধরনের আরও একটি ঘটনার অভিযোগ উঠে এসেছে। তেলিয়ামুড়া বন বিভাগের কর্মীরা দুটি বালি বোঝাই গাড়ি আটক করেন। কিন্তু প্রবল শক্তির বালি মাফিয়াদের চাপে শেষ পর্যন্ত গাড়ি দুটি ছেড়ে দিতে হয়। তবে বন বিভাগের কর্মীরা ঘটনাটি থামাচাপা দিতে উঠে পড়ে লেগেছেন। এই বিষয়ে তাদেরকে প্রশ্ন করা হলে তারা কিছুই বলতে রাজী হননি। বনকর্মীদের কথাতেই স্পষ্ট যে, তারা কতটা চাপে আছেন। তেলিয়ামুড়ার জুমবাড়ি-সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় বালি ব্যবসায়ীদের অবৈধ কারবার চলছে। বিভিন্ন সময় বন কর্মীরা এলাকায় গেলেও খালি হাতেই ফিরে আসেন। কারণ বালি মাফিয়ারা আগে থেকেই তাদের উপর মহলের আধিকারিকদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছেন। তাই উপরমহল থেকে নির্দেশ না আসায় বনকর্মীরা বালি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেন না। তবে মঙ্গলবার রুটিন পেট্রোলিংয়ের সময় দুটি বালি বোঝাই গাড়ি আটক করেন। গাড়ি চালকরা কোনও নথীপত্র দেখাতে না পারার কারণেই গাড়ি দুটি আটক করা হয়। কিন্তু সন্ধ্যা নাগাদ বালি মাফিয়াদের চাপ বেড়ে যাওয়ার দুটি গাড়ি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় বনকর্মীরা। এই ঘটনার পর তাদের ভূমিকা নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। অনেকেই অভিযোগ করছেন গোটা ঘটনার পেছনে অনেক বড় অংকের খেলা চলছে।

নেতার হাতে আক্রান্ত ছাত্র

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। মাঠে খেলাধুলার সময় দুই ছাত্রের মধ্যে ঝগড়া হয়। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এক নেতা মারধর করে অপর ছাত্রকে। বিশালগড় মহকুমার রাজাপানিয়া এলাকায় এই ঘটনা নিয়ে পরবর্তী সময় বিশালগড় থানার ঝারখ হন ওই আক্রান্ত ছাত্রের পরিবারের সদস্যরা। তারা জানান, নেতার ছেলের সাথে ওই ছাত্রের খেলার সময় ঝগড়া হয়। ঘটনাটি জানার পর নেতা এসে ওই ছাত্রকে মারধর করে। পরবর্তী সময় ঘটনা জানতে পেরে আক্রান্তের পরিবারের লোকজন বিশালগড় থানায় ছুটে আসেন। তারা অভিযুক্ত নেতার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

| | |
|--|------------------------------------|
| ঃ অপরিচিত দাবিহীন পুরুষ ব্যক্তির মৃতদেহের সনাক্তকরণ চাই ঃ Ref. : G.B. Top G.D. Entry No. 19 Dated : 08/02/2022 <p>পারের ছবিটি একজন অপরিচিত দাবিহীন পুরুষ ব্যক্তির মৃতদেহ। নাম- রানা খোঁষ, বয়স- ২০ বছর। উচ্চতা- প্রায় ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি। গায়ের রঙ- শ্যামলা, মুখমন্ডল- গোলাকার, চুল- কালো, গত ০৯/০২/২০২২ ইংরেজী তারিখ বিকাল ৪টা ১৩ মিনিট সময়ে নরসিংগড়জিক্ত মানসিক হাসপাতালের কক্ষীগণ আগরতলা জিবিপি হাসপাতালের MMW(Unit-1) Dept. of Medicine. ওয়ার্ডে ভর্তি করান এবং চিকিৎসা চলাকালীন গত ০৮/০২/২০২২ ইংরেজী তারিখ রাত্রি ৮টা ৪৫ মিনিট সময়ে মারা যান। আজ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি বা আত্মীয় স্বজন মৃত ব্যক্তির দাবি করেননি।</p> উপরে উল্লেখিত অপরিচিত দাবিহীন পুরুষ ব্যক্তির মৃতদেহ সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে বা আত্মীয়স্বজন থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও কোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল। | |
| ১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) - ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬ <p>২) সিটি কর্পোরেশন - ০৩৮১-২৩২-৫৭৮৪/১০০</p> ৩) জিবি টিওপি - ০৩৮১-২৩৫-৫০৯৫ | পুলিশ সুপার <p>পশ্চিম ত্রিপুরা</p> |

| | |
|---|------------------------------------|
| ঃ দাবিহীন পুরুষ ব্যক্তির মৃতদেহের সনাক্তকরণ চাই ঃ Ref. : G.B. Top G.D. Entry No. 22 Dated : 28/01/2022 <p>পারের ছবিটি একজন অপরিচিত দাবিহীন পুরুষ ব্যক্তির মৃতদেহ। নাম- নান্দু পাল, পিতা- মৃত যোগেশ পাল, সাং- দেওগিয়া টিলা, পো ঃ খোয়াই, থানা- খোয়াই, জেলা খোয়াই , উচ্চতা ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি, বয়স- ৬২ বছর। গায়ের রঙ - শ্যামলা, মুখমন্ডল - গোলাকার, চুল - সাগা, গত ২৩/০১/২০২২ ইংরেজী তারিখ বিকাল ২টা ১৯ মিনিট সময়ে যান দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে আগরতলা জিবিপি হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারে ভর্তি হন এবং গত ২৮/০১/২০২২ ইংরেজী তারিখ মারা যান। আজ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি বা আত্মীয় স্বজন মৃত ব্যক্তির দাবি করেননি।</p> উপরে উল্লেখিত মৃতদেহ সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও কোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল। | |
| ১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) - ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬ <p>২) সিটি কর্পোরেশন - ০৩৮১-২৩২-৫৭৮৪/১০০</p> ৩) জিবি টিওপি - ০৩৮১-২৩৫-৫০৯৫ | পুলিশ সুপার <p>পশ্চিম ত্রিপুরা</p> |

| NOTICE |
|--|
| Registrar of Co-operative Societies, Govt. of Tripura invited "Request for Proposal [RFP] for Selection of Consultant for setting up of State Level Programme Management Unit (SLPMU) for Department of Co-operation, Govt. of Tripura under two bid e-procurement systems through website http://tripuratenders.gov.in . last date of submission of proposal upto 18/02/2022. |
| Sd/- Illegible (Tamal Majumder) Registrar of Co-operative Societies Government of Tripura |
| ICA/C-3735-22 |

| Agartala Sumart City Limited |
|--|
| The Chief Executive Officer on behalf of Agartala Smart City Limited, Agartala, Tripura invites tender for the work of Development of Haora Riverfront. Tender Id : 2022_CEO_26165_1 Tender Value : Rs. 75,47,22,973/- Bidding end date : 23-02-2022 For details please visit https://tripuratenders.gov.in |
| Sd/- Illegible Chief Executive officer Agartala Smart City Limited |
| ICA/C-3715-22 |

| Notice inviting e-tender |
|--|
| PN/le-T-63/EE/RD/BSGD/SPJ/2021-22/6368, dt. 14.02.2022 |
| The Executive Engineer, R.D. Bishramganj Division, Bishramganj, Sepahijala District, Tripura invites e-tender from eligible bidders upto 3.00 P.M. on 27.02.2022 for following works. <p>i) Const. of RCC foot bridge over Gomati river near Sital Nama house at Baniachara GP Under Mohanbong RD Block (PWD SoR 2020). (E/Cost Rs. 1,12,68,283.00).</p> <p>ii) Const. of RCC foot bridge over Kamai Chaerra from Kathalia Thalibari road, Batta Para at Kathalia GP W-03 Under Kathalia RD Block. (PWD SoR 2020). (E/Cost Rs. 38,15,020.00).</p> <p>iii) Const. of RCC foot bridge over Noachara river School Para Sushil das land to Agri Farm at School Para Under Nalchar RD Block (PWD SoR 2020). (E/Cost Rs. 31,92,221.00).</p> <p>iv) Const. of RCC foot bridge over Paglichera near Rafik Miah house atAnandanagar GP Under Boxanagar RD Block(PWD SoR 2020). (E/Cost Rs. 33,10,690.00).</p> <p>For details visit website : https://tripuratenders.gov.in and contact at M-9436130666. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.</p> |
| Sd/- Illegible Er. Kajal Dev Executive Engineer R.D. Bishramganj Division |
| ICA/C-3722-22 |

নতুন ৯

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। করোনা আক্রান্ত হলেন আরও ৯ জন। তবে এদিনও কোনও মৃত্যুর খবর নেই। দেশেও পজিটিভ রোগীর সংখ্যা ২৪ ঘণ্টায় আরও নেমেছে। স্বাস্থ্য দফতর মিডিয়া বুলেটিনে জানিয়েছে, ২৪ ঘণ্টায় ২ হাজার ৮০৯ জনের সোয়াব পরীক্ষা হয়েছে। তাদের মধ্যে ১৯৭ জনের আরটিপিসিআর পদ্ধতিতে পজীক্ষা হয়। বাকিদের অ্যান্টিজেন টেস্ট হয়েছে। ২৪ ঘণ্টায় করোনামুক্ত হয়েছেন ১৫জন। রাজ্যে চিকিৎসাধীন অবস্থায় থাকা করোনা আক্রান্তের সংখ্যা নেমে দাঁড়িয়েছে ১৫১জনে। এদিকে দেশে ২৪ ঘণ্টায় ২৭ হাজার ৪০৯জন নতুন আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছেন। এদিনে মারা গেছেন ৩৪৬জন।

নাগেরজলায়

হকার উচ্ছেদ

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। পুরনিগমে উচ্ছেদ অভিযান চলছে। এবার গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে নাগেরজলায় উড়ালপুলের নিচে ছোটখাটো হকারদের। শকুন্তলা রোডের পর মঙ্গলবার বুলডোজার চলে নাগেরজলা স্ট্যান্ডের কাছে উড়ালপুলের নিচের দোকানগুলিকে। সকালে পুরনিগমের ট্যাক্স ফোর্স বুলডোজার এবং গাড়ি নিয়ে ছুটে যায় নাগেরজলার উড়ালপুলের নিচে। সেখানে গিয়ে ছোট হকারদের দোকান ভাঙতে শুরু করে দেয়। বেশ কয়েকটি দোকান ভাঙা হয়। এর মধ্যে বেশিরভাগই ফার্স্টহুন্ডলে দোকান। বথ দিনের মধ্যেই এই জায়গায় ব্যবসা করে আসছেন। তাদের দোকানপাট সরিয়ে নিয়ে নোশিঁ দেওয়া হয়েছিল বলে ট্যাক্স ফোর্সের কর্মী জানান। তার বক্তব্য, বারবার নোশিঁ দেওয়া হলেও এরা সরে যাননি। যে কারণে বাধ্য হতেই তাদের বিরুদ্ধে অভিযান করতে হয়েছে। শরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা এই অঞ্চলটি। অবৈধভাবে দোকান বসে পড়ায় প্রত্যেকদিন ভিড় বাড়ছে যানবাহনে। এই কারণেই উচ্ছেদ অভিযানটি হয়েছে। আগরতলায় এই ধরনের উচ্ছেদ অভিযান জরি থাকবে।

যুবক আহত

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৫ ফেব্রুয়ারি।।কমস্থল থেকে নিজ বাড়িতে ফেরার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল এক যুবক। ঘটনা সোমবার রাত আনুমানিক দশটা নাগাদ বিলোনিয়া হোলি স্পিরিট স্কুল সংলগ্ন এলাকায়। আহত যুবকের নাম জসিম মিয়া। বাড়ি সুকান্ত শহর এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় দমকল কর্মীরা। কিন্তু দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছার আগেই আহতের পিতামাতা এবং এলাকাবাসীরা হাতের জসিম মিয়াকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে বিলোনিয়া হাসপাতালে নিয়ে আসে। হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসার পর আঘাত গুরুতর দেখে আহত জসিম মিয়াকে রাতেই আগরতলা জিবি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে দেয়। তার পরিবারের লোকজনেরা হাসপাতাল থেকে মঙ্গলবার সকালে জিবি হাসপাতালে নিয়ে আসে। জানা যায়, বাইকটি দ্রুতগতিতে থাকায় হোলি স্পিরিট স্কুলের সামনে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তায় ছিটকে পড়ে যায়। ছেলের এরপন অবস্থা দেখে কন্মায় নেমে পড়েন। মিছিল শেষে হয় পথসভা। সেখানে ভাষণ রাখতে গিয়ে ভেঙে পড়েন জসিমের পিতা-মাতা।

| SHORT NOTICE INVITING TENDER (SNIT) | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| On behalf of the Governor of Tripura, the undersigned invites sealed rate in the plain paper from the interested, experienced and registered bidders for supply & installation (S1. No./Item No. 1 to 3 below) of 1. Photo Copier (Xerox Machine)& 3. Biometric time & attendance device for Mungiakami R.D. Block during 2021-22 FY. The sealed Quotation should reach to the Office of the BDO Mungiakami R.D. Block, Khowai Tripura latest by 21/02/2022 by 3:00 P.M. | | | | | |
| The items and specifications as below may also be downloaded from the website www.tripura.gov.in or https://khowai.nic.in/ or may be obtained from the Office of the Undersigned on any working days during the bidding period. The intending bidder shall quote rates as per the following format :- | | | | | |

| Sl. No. | Items. | Manufacturer / Model No. | Specification. | Unit. | Qty Required. | Rate (In Rs.) Per Unit. | Total Amount (In Rs.). |
|---------|---|----------------------------------|--|-------|--------------------|-------------------------|------------------------|
| 1 | Photo Copier (Xerox Machine) | Canon | Ir-2206 or Similar Model | No. | 1 | | |
| 2 | Installation Charge | NA | NA | NA | As per requirement | | |
| 3 | Supply and installation of Biometric time & attendance (Fingerprint, ID, Password, Face) device | CP Plus (Model No-CP- VTA-M3343) | Finger print capacity- 3000, Card Capacity- 200000, DC-12V | No. | 1 | | |

The tender box under lock & key will be kept open for dropping of tender by the intending bidder in the office of the undersigned from 14-02-2022 to 21-02-2022 from 10:00 A.M. to 3:00 P.M. except Govt. holidays and the box will be opened on the last day i.e. 21/02/2022 at 4:00 P.M. if no response in presence of the interested suppliers who have participated in the quotation. If the last date of tender dropping/opening of tender is paralyzed due to any unforeseen reason, the next working day will be the last date of dropping/ opening of tender box.

The quality of articles should be in good condition. The intending bidder should quote the rate in prescribed format given above CRC/PRTC, PAN Card, GST Registration, Tax Clearance as evidence of valid bidder and permanent resident of Tripura. Any incomplete tender will summarily be rejected.

| |
|---|
| Sd/- Illegible Block Development Officer Mungiakami R.D. Block Khowai District, Tripura. |
|---|

ICA/C-3716-22
The following Terms and Condition shall apply :-

বৃদ্ধি দূরে থাক, উল্টো ভাতা বন্ধ দু’মাস ধরে

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, কাঁঠালিয়া, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। বৃদ্ধি করা তো দূরে থাক, উল্টো দু’মাস ধরে ভাতা বন্ধ হয়ে আছে এক বৃদ্ধার। তিনি এতটাই অসহায় হয়ে পড়েছেন যে সংবাদমাধ্যমের সাথে কথা বলতে গিয়ে কন্মায় ভেঙে পড়েন। কাঁঠালিয়া ব্লকের কালিখালা এলাকায় বিশুপতি ত্রিপুরার বাড়ি। কিন্তু তার মা-বাবা কেউই নেই। মহিলা এখন ওই গ্রামেরই চন্দ্র মানিক নোয়াতিয়ার সাহায্যপ্রার্থী হয়েছেন। কারণ, বিশুপতি ত্রিপুরা দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। প্রতিবেশী চন্দ্রমানিক নোয়াতিয়ার উপর ভরসা করা ছাড়া তার কাছে আর কোন উপায় নেই। এদিন দু’জনে ভাতার টাকা সংগ্রহ করতে অনেক দৌড়বীপ করছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চোখের জল ফেলেই বাড়ি ফিরে যেতে হয়েছে দু’জনকে। কারণ, তারা যখন প্রথমে ব্যান্ডে ছুটে গিয়েছিলেন তখন বলা হয়েছে ভাতার টাকা এখনও অ্যাাকউন্টে আসেনি। তাই দু’জনে খুব কষ্ট করে ছুটে আসেন সিডিপিও অফিসে। কিন্তু সেখানেও গিয়েও তারা নিরাশা নিয়ে ফিরে আসেন। কারণ, অফিস থেকে তাদেরকে বলা হয়েছে ভাতার টাকা নাকি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পুনরায় ব্যান্ডে গিয়ে তারা জানতে পারেন আদৌ টাকা আসেনি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে সেই বৃদ্ধার দু’মাসের ভাতার টাকা কোথায় গেল? যেহেতু, ওই মহিলা আরেকজনের উপর নির্ভরশীল তাই তার অবস্থার কথা এলাকার সবরাই জানা। সেই সুযোগটিকে অন্য কয়েক ডোজ লাগিয়েছে কি? এদিন সংবাদমাধ্যমের সাথে কথা বলতে গিয়ে বিশুপতি ত্রিপুরা কাঁদতে কাঁদতে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের উদ্দেশে করজোড়ে আবেদন করছেন তার ভাতার টাকা যেন পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। কারণ, ভাতার টাকা ছাড়া তার আর কোন রোজগার নেই।

নির্দেশকে অমান্য করে ইট বিক্রি

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, সাক্রম, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশকে অমান্য করে চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে ইট। প্রতিটি ইট ১৫ টাকা থেকে ১৬ টাকা করে বিক্রি হচ্ছে মহকুমার ইটভাটাগুলোতে বলে অভিযোগ। প্রদপস্ত উল্লেখ্য, গত বছরের ১২ ডিসেম্বর সাক্রমের একটি জনসভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেছিলেন, যদি কোনও ইটভাটার মালিক সাধারণ জনগণের কাছে চড়া দামে ইট বিক্রি করেন তাকে বহলে মালিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং এ সংক্রান্ত নির্দেশ রাজ্যের মুখ্যসচিব থেকে শুরু করে জেলার ডিএমদেরকে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর সেই নির্দেশকে বৃদ্ধাদৃষ্ট দেখিয়ে সাক্রম মহকুমার ইটভাটাগুলি সাধারণ জনগণের পক্ষে কাটছে ইটের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি করে বহলে অভিযোগ। এর ফলে গরিব অংশের জনগণকে সরকার থেকে পাওয়া প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর নির্মাণ করতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। বহুড়াও অনেক বেকার যুবক রয়েছেন যারা এই ইটভাটাগুলো থেকে ইট কিনে এনে সেগুলিকে মেশিনে ভেঙে চিপস তৈরি করে বাজারে বিক্রি করে সংসার চালাচ্ছেন। ইটের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি হওয়ার কারণে তারাও ব্যবসায় মার খাচ্ছেন। মহকুমাবাসী আশা করেছিলেন, মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পর হয়তো-বা ইটভাটাগুলি ইটের দাম কমাবে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর সেই নির্দেশকে অমান্য করেই অস্বাভাবিক হারে ইট বিক্রি করছেন। বর্তমানে মহকুমাবাসীরা ইটভাটাগুলির দ্বারা অস্বাভাবিক বেশি মূল্যে ইট বিক্রির বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের মাধ্যমে ইটের দাম কমানোর দাবি জানিয়েছেন।

মাংসের দোকান থেকে ছাগল চুরি

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। মাংস বিক্রেতার দোকান থেকে ছাগল চুরি করতে এসে জনতার হাতে আটক এক যুবক। মঙ্গলবার বিকেলে চড়িলাম দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয় সংলগ্ন পেট্রোল পাম্পের সামনে এই ঘটনা। দোকান মালিক সজল দেবনাথের ছেলের কথা অনুযায়ী এর আগেও জাতীয় সড়কের পাশ থেকে বেশ কয়েকটি ছাগল চুরি হয়েছে। এখন পর্যন্ত প্রায় ৮টি ছাগল চুরি হয়েছে বলে তার অভিযোগ। তারা প্রতিটি ঘটনার পর পুলিশকে জানিয়েছিলেন। কিন্তু একটি ঘটনারও কুলকিনারা করতে পারেনি পুলিশ। এরই মধ্যে এদিন বিকেলে এক যুবক রাস্তার পাশে বেঁধে রাখা একটি ছাগল ব্যাগে ঢুকিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তখনই ঘটনাটি সজল দেবনাথের ছেলে প্রসেনজিই-এর নজরে পড়ে যায়। তার চিংকারে আশপাশের লোকজন এসে ওই যুবককে হাতেনাতে ধরে ফেলে। সুমিত সাহা নামে ওই যুবকের বাড়ি আগরতলার বড়মোয়ারি এলাকায়। তাকে স্থানীয় লোকজন সাধে সাধে বোঝে রাখে। পরবর্তী সময় খবর পাঠানো হয় বিশালগড় থানায়। কিন্তু দুই থেকে তিন ঘণ্টা পর পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। তদন্তক পর্যন্ত স্থানীয়রা সুমিত সাহাকে আটকে রাখে। এলাকাবাসীর জিজ্ঞাসাবাদে ওই যুবক জানায়, বন্ধনের কিন্তু দেওয়ার মত তার কাছে টাকা নেই। তাই ছাগল চুরি করতে এসেছে। এদিনের ঘটনায়ও পুলিশের ভূমিকায় স্থানীয় নাগরিকরা ক্ষোভ জানিয়েছেন। কারণ, যে কাজটি পুলিশের করার কথা ছিল সেটি সাধারণ নাগরিকরাই করেছেন। তারপরও পুলিশের ঘটনাস্থলে আসার ক্ষেত্রে বিলম্ব হল। তাই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে পুলিশ কি চোর পালিয়ে যাওয়ার অপেক্ষায় ছিল?

ক্রমশ তেজি হচ্ছে আন্দোলন

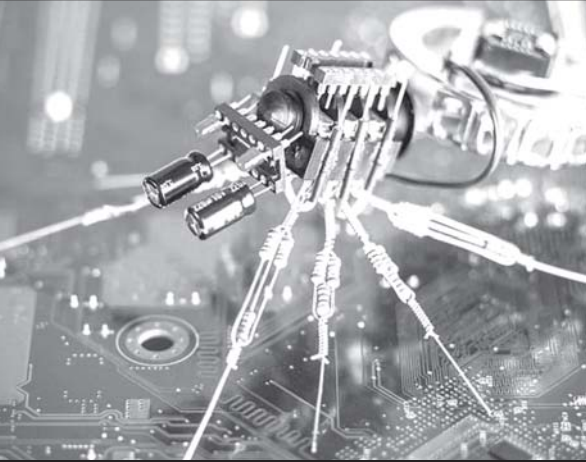
প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। বিধাসভা নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে বামপন্থীদের আন্দোলনও ততই যেন তেজি হচ্ছে। প্রতিদিন রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ইস্যুতে বামপন্থীরা মাঠে নেমে পড়ছে। মঙ্গলবারও টিওয়াইএফ’র উদ্যোগে জেলাইবাড়ি ঠাকুরছড়া বাজারে মিছিল ও সভা সংগঠিত হয়। সিপিআইএম নেতা পরীক্ষিৎ মুড়াসিং-এর নেতৃত্বে হাতে লাল ঝান্ডা নিয়ে সব অংশের মানুষ মিছিলে নেমে পড়েন। মিছিল শেষে হয় পথসভা। সেখানে ভাষণ রাখতে গিয়ে বাম নেতারা রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে চরম ক্ষোভ উগরে দেন।

জানা ওজানা

প্রতিদিনকার
ন্যানো

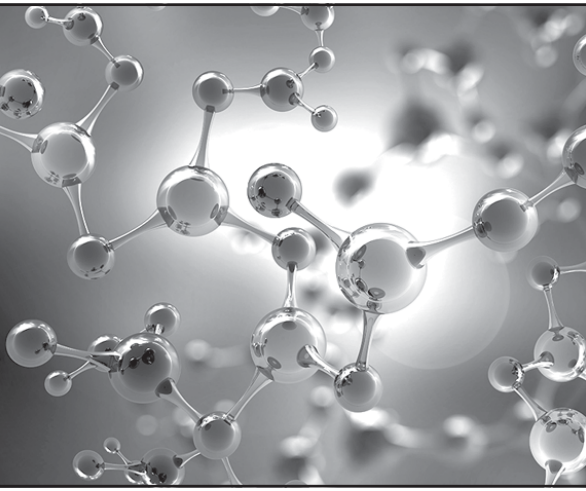
খুব আয়েশি একটা ছুটির দিনের কথা ভাবুন। কল্পবাজারে অবকাশ যাপনের জন্য চড়ে বসেছেন বিমানে। গায়ে জড়িয়েছেন সিল্কের তৈরি বিশেষ কাপড়, যে কাপড় পরলে ইস্তিরি করতে হয় না নিয়মিত। সঙ্গে নিয়েছেন শক্তিশালী এক ক্যামেরা, যা দিয়ে ছবি তুলে দেখাবেন পরিবার ও বন্ধুকে। বিমান থেকে নেমে রওনা দিয়েছেন সুইমিংপুলের দিকে। চোখে লাগিয়েছেন এক বিশেষ চশমা, যে চশমার কাচে অঁচড় পড়ে না সহজে। মোবাইল থেকে বাজিয়ে দিয়েছেন পছন্দের গান, বাজছে নিরুত্ত শব্দে। তারপর ঝাঁপ দিলেন না—শীতল না—উষ্ণ আরামদায়ক পানিতে। এই যে কাজগুলো করলেন, এদের প্রতিটিতেই আছে ন্যানো প্রযুক্তির হাত। সব সময় এদের মাঝে ডুবে

যন্ত্র বসানো হয়, তাহলে কত জায়গা দখল করবে? এগুলো কিন্তু এঁটে আছে হাতে ধরে রাখার উপযোগী ছোট্ট একটি যন্ত্রের মাঝে। জিনিসগুলোকে কল্পনাতীত পরিমাণ ক্ষুদ্র রাখতে সহায়তা করেছে ন্যানো প্রযুক্তি। আঁচড়ে নষ্ট হয়ে যাওয়া সাধারণ কাচ থেকে অঁচড়রোধী বিশেষ কাচ তৈরির পেছনে আছে ন্যানো প্রযুক্তির ব্যবহার। কচুপাতার কথাই ভাবুন না। বেশির ভাগ গাছের পাতায় পানি লাগলেও কচুপাতায় লাগে না। কারণ ন্যানো স্তরে এর পৃষ্ঠের গঠন এমন যে এর পৃষ্ঠ পানিবিদ্বেষী হয়। এই ধর্মকে কাজে লাগিয়ে এমন পোশাক ডিজাইন করা হচ্ছে, যা পানি কিংবা কাদায় পড়ে গেলেও কিছু হবে না। সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি থেকে রক্ষা দেওয়ার জন্য বিশেষ



থাকেন বলে হয়তো টের পাচ্ছেন না, কিন্তু তারা ঠিকই প্রতিনিয়ত আপনার জীবনকে আয়েশ দিয়ে চলছে। যে প্লেনটিতে চড়েছেন, তার প্রলেপের জন্য যে উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে, তাতে ন্যানো প্রযুক্তি ব্যবহার আছে। সাধারণ পদার্থ দিয়ে প্রলেপ করালে সেটিতে বাতাসের বাধা লাগে প্রচুর, যা প্লেনের স্বাভাবিক গতিতে সমস্যা তৈরি করে। বাধাহীন ঘর্ষণহীনভাবে চলার জন্য ন্যানো প্রযুক্তির সাহায্যে বিশেষভাবে তৈরি প্রলেপ ব্যবহার করা হয়। সিল্ক বা রেশমের কাপড় অন্য সব কাপড় থেকে আলাদা। সহজে বটে যায় না, মসৃণ থাকে সব সময়। আলাদা হওয়ার পেছনে কাজ করছে বিশেষ একটি কারণ। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ন্যানো স্তরে বিশেষ সজ্জা দিয়ে গড়া এরা। এই সজ্জা এদের আলাদা বিশেষত্ব দিয়েছে সাধারণ কাপড় থেকে। প্রাকৃতিকভাবে ন্যানো প্রযুক্তি ব্যবহারের চমৎকার একটি উদাহরণ হতে পারে এই রেশম কাপড়। ছবি তোলার জন্য যে ক্যামেরাটি ব্যবহার করছেন কিংবা গান শোনার জন্য যে মোবাইলটি ব্যবহার করছেন, তাদের পরতে পরতে আছে ন্যানো প্রযুক্তির ব্যবহার। ভেবে দেখুন একটি যত সুবিধা পাওয়া যায়, তার সবগুলোর জন্য যদি আলাদা আলাদা

ধরনের সামগ্রিম হয়তো ব্যবহার করেছেন অনেকে। সেখানে এমন কিছু উপাদান দেওয়া থাকে, যা ন্যানো স্তরে সূর্যের বিশেষ ক্ষতিকর রশ্মিগুলোকে প্রতিফলনের মাধ্যমে ফিরিয়ে দেয়। টেলিভিশনে ক্রিকেট ম্যাচ দেখার সময় অনেকেই হয়তো খেয়াল করেছেন, রোদের সময় অনেক খেলোয়াড় মুখে বা ঠোটে সাদা ক্রিম ব্যবহার করেন। এটিও মূলত সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি থেকে বাঁচার জন্যই। এতে থাকা ক্রিকেট স্কাইড ন্যানো স্তরে ক্ষতিকর রশ্মিকে প্রতিফলিত করে ফিরিয়ে দেয়। টিকিটকির চলন খেয়াল করেছেন কি না, দেয়াল বেয়ে ওপরে উঠতে পারে এমনকি ছাদ থেকে উল্টো হয়ে ঝুলেও চলতে পারে। এই অসম্ভব সব্বের পেছনে আছে ন্যানোর হাত। টিকিটকির পা বিশেষ ধরনের ন্যানো ফাইবার দিয়ে গঠিত। এর সাহায্যে বিশেষ প্রক্রিয়ায় দেয়াল বেয়ে উঠতে পারে এবং ছাদ থেকে ঝুলে ঝুলে ইঁটতে পারে। বিজ্ঞানীরা টিকিটকির এই বৈশিষ্ট্যের মতো করে নিজেরা কিছু করে মানবজাতির জন্য দারুণ কিছু করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ন্যানো প্রযুক্তির এ রকম অনেক কিছু আছে, যাদের সঙ্গে আমরা প্রতিনিয়তই বাস করছি কিন্তু অনুভব করতে পারি না তাদের ন্যানো বৈশিষ্ট্য।



রাজস্থানের জয়পুরে ২০২১ সালের আরইইটি পরীক্ষার পেপার জালিয়াতির মামলাকে কেন্দ্র করে তোলপাড় হলো পরিস্থিতি। বিজেপির কর্মীদের প্রতিবাদ রুখতে পুলিশ জলকামান ছুঁড়েছে। বিজেপির কর্মীদের দাবি, এই পরীক্ষার কেলেঙ্কারির ঘটনা সিবিআই তদন্তে প্রমাণিত। বিজেপির আন্দোলনে উত্তাল হলো পরিস্থিতি।

কৃষকদের গাড়ি চাপা
মন্ত্রীর ছেলের
জেল থেকে মুক্তি

লখনউ, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। উত্তরপ্রদেশের লখিমপুর খেরিতে বিক্ষোভরত কৃষকদের লক্ষ্য করে গাড়ি চালিয়ে দিয়েছিলেন! মারা গিয়েছিলেন এক সাংবাদিক ও তিন কৃষক। অভিযুক্ত সেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর ছেলে অবশেষে মুক্তি পেলেন জেল থেকে। জানা গিয়েছে, জেলের পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসইউভি গাড়িতে উঠে পড়েছেন আশিস মিশ্র। গত সপ্তাহে এলাহাবাদ হাইকোর্ট তাঁকে জামিন দেয়। যদিও তাঁর আগে নিম্ন আদালত তাঁর জামিন খারিজ করেছিল। আশিস মিশ্র’র আইনজীবী অবধেশ কুমার সিং জানানলেন, আদালত তিন লাখের

বাবা-মা ব্যস্ত অতিথি
আপ্যায়নে, জন্মদিনেই
মর্মাস্তিক পরিণতি শিশুর

হায়দরাবাদ, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। বাড়ির খুদে সদস্যের জন্মদিনে বিশাল আয়োজন বাড়িতে। ছল্লাড়ে মেতেছেন সবাই। এক মুহূর্তে সব বদলে গেল। জন্মদিনেই মর্মাস্তিক শিশুকন্যার। সোমবার দুঃখজনক এই ঘটনাটি ঘটেছে অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষ্ণা জেলার কালাগড় এলাকায়। পুলিশ সূত্রে খবর, গত রবিবার তেজস্বী নামে শিশুকন্যার দু’বছরের জন্মদিন উপলক্ষে ভুরিভোজের আয়োজন করেছিলেন শিব ও ভানুমতী নামে এক দম্পতি। বাড়িতে খাবার তৈরির আয়োজন চলছিল।

সবাই ব্যস্ত ছিলেন। বাবা-মা অতিথিদের আপ্যায়নে ব্যস্ত। বাচ্চাটি খেলছিল একটি চেয়ারে বসে। হঠাৎ চেয়ার শুদ্ধ শিশুটি গিয়ে পড়ে পাশে থাকা গরম সম্বরের কড়ইয়ে। দৌড়ে আসেন সবাই। দ্রুত শিশুটিকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তার শরীরের ৯০ শতাংশ গরম সম্বরে পুড়ে গিয়েছিল। চেষ্টা সত্ত্বেও শিশুটিকে বাঁচানো যায়নি। সোমবার মৃত্যু হয় তার। দুর্ঘটনায় মৃত্যুর একটি মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। কীভাবে বাচ্চাটি ফুটন্ত সম্বরের কড়ইয়ে পড়ল, তা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে।

ব্রিটেনে হানা দিল লাসা জ্বর
সহজে ছড়ায় না মানব দেহে

লণ্ডন, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। কোভিডের তৃতীয় তরঙ্গের পর, গোটা বিশ্ব যখন নিউ নর্মাল বা নতুন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসা শুরু করেছে, সেই সময়ই ফের বিশ্বব্যাপী উদ্বেগ সৃষ্টি করল নতুন এক ভাইরাস। যুক্তরাজ্যে অন্তত তিনজনের ক্ষেত্রে লাসা ফিভার বা লাসা জ্বর নিশ্চিত করা গিয়েছে। লাসা জ্বর এক ধরনের ইঁদুর-বাহিত তীর ভাইরাল রোগ। সাধারণত, পশ্চিম আফ্রিকায় এই রোগ দেখা যায়। এই রোগ কিন্তু প্রাণঘাতী হতে পারে। লাসা জ্বর রোগের অবশ্য মৃত্যুর হার কম, এক শতাংশের মতো। কিন্তু, গর্ভবতী মহিলাদের মতো নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তির ক্ষেত্রে মৃত্যুর হার বেশি। এই রোগে আক্রান্তদের প্রায় ৮০ শতাংশ উপসর্গবিহীন হয় বলে রোগ নির্ণয় করা যায় না। কিছু কিছু রোগীকে অবশ্য হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। তাদের গুরুতর মাল্টি-সিস্টেম রোগ

হতে পারে। এই রোগীদের ১৫ শতাংশের মৃত্যু হতে পারে। লাসা ফিভার ভাইরাস যদি রোগীর লিভার, কিডনি বা প্লীহায় পৌঁছে যায় তবে মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। সংক্রামিত ব্যক্তির প্রস্রাব বা মল থেকে ইঁদুরের মাধ্যমে এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে। আক্রান্ত ব্যক্তির দেহরসের সংস্পর্শে কোন সূঁখ ব্যক্তি এলেও রোগটি ছড়াতে পারে। চোখ, নাক বা মুখের মাধ্যমেও এই ভাইরাস ছড়াতে পারে। তবে হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মতো স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রেই এই ভাইরাস ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে সংক্রামিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। সাধারণ সামাজিক পরিবেশে অতটা ছড়ায় না। কারণ, আলিঙ্গন, হাত মেলানো বা সংক্রামিত ব্যক্তির কাছাকাছি আসার মতো নৈমিত্তিক যোগাযোগের মাধ্যমে এই ভাইরাস ছড়ায় না। লাসা জ্বরের উপসর্গগুলি

বৈচিত্র্যময়। পালমোনারি, কার্ডিয়াক এবং স্নায়বিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। লাসা জ্বরের লক্ষণগুলি সাধারণত ভাইরাসের সংস্পর্শে আসার এক থেকে তিন সপ্তাহ পরে দেখা দেয়। রোগের হালকা উপসর্গগুলির মধ্যে রয়েছে সামান্য জ্বর, ফ্র্যাশি, দুর্বলতা এবং মাথাব্যথা। গুরুতর লক্ষণগুলি হল, রক্তপাত, শ্বাসকষ্ট, বমি, মুখ ফুলে যাওয়া, বৃক্কে, পিঠে ও পেটে ব্যথা এবং শক। ভাইরাসে আক্রান্ত প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৮ জনেরই কোনও উপসর্গ দেখা যায় না। তবে লিভার, কিডনি বা প্লীহাকে প্রভাবিত করলে, লক্ষণ দেখা দেওয়ার দুই সপ্তাহের মধ্যে মৃত্যু ঘটতে পারে। অন্দের ক্ষেত্রে প্রাণ না গেলেও দেখা যেতে পারে বিপরীত। আক্রান্তদের মধ্যে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বিভিন্ন মাত্রার বিপরীতার কথা বর্ণনা করেন। যা অনেক ক্ষেত্রেই স্থায়ী হয়।



উত্তরপ্রদেশে বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারের অংশ হিসাবে কানপুরে সমাজবাদী পার্টির সভাপতি অখিলেশ যাদবকে ঘিরে কর্মী সমর্থকদের উচ্ছ্বাস। সমাবেশে যোগ দিতে কপ্টারে চেপে সেখানে পৌঁছান অখিলেশ। আর কপ্টারের উপস্থিতি আঁচ পেয়ে সেখানে হাজির হয় তার কর্মী সমর্থকরা।

মহাবিশ্ব কি সম্প্রসারিত হচ্ছে, না সংকুচিত হচ্ছে?

আজ থেকে প্রায় ১৩৭০ কোটি বছর আগে বিগ ব্যাংয়ের পর থেকে এই মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে। অণু—পরমাণু থেকে নক্ষত্রপুঞ্জ বা নীহারিকা সৃষ্ট জ্যোতির্ময় বেষ্টনী (গ্যালাক্সি) সবকিছুই এই মহাবিশ্বের অন্তর্ভুক্ত। যখন আমরা বলি মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে, তখন বুঝতে

হবে এই সম্প্রসারণ প্রচলিত ধারণার মতো নয়। সম্প্রসারণ হচ্ছে এই মহাশূন্যের মধ্যেই। অর্থাৎ আমাদের গ্যালাক্সির বাইরে অন্য গ্যালাক্সিগুলোর অবস্থান পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে ওগুলো আমাদের গ্যালাক্সি থেকে ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে। এ ধরনের অন্যভাবে বলা যায় যে গ্যালাক্সিগুলো

একে অপরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এই অর্থে মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে। দূরের গ্যালাক্সিগুলো সবচেয়ে বেশি দ্রুত দূরে সরে যাচ্ছে এবং ওদের গতি ক্রমাগত বাড়ছে। এ জন্য বলা হয়, মহাশূন্যের সম্প্রসারণ ঘটছে ত্বরণ গতিতে। এ ধরনের সম্প্রসারণ বোঝার জন্য আমরা একটি

উদাহরণ দিই। ধরা যাক, কিছু ছোট রাঙা বিন্দু চিহ্নিত একটি বেলুন ফুঁ দিয়ে ফোলাচ্ছি। দেখা যাবে বিন্দুগুলো ক্রমেই একে অপরের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। মহাশূন্যও এভাবে সম্প্রসারিত হচ্ছে। সংকুচিত হওয়ার প্রশ্ন এখানে আসছে না। তবে যেসব গ্যালাক্সি নতুন নতুন নক্ষত্রের

জন্ম দেয়, সেগুলোর আকৃতি সংকুচিত হতে পারে বলে মহাকাশবিজ্ঞানীরা মনে করেন। এটা মহাবিশ্বের সংকোচন নয়। ধারণা করা হয়, কয়েক শ কোটি বছরের মধ্যে আমাদের গ্যালাক্সি, ছায়াপথ নতুন নতুন নক্ষত্র সৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাবে। সাধারণ পর্যবেক্ষণ থেকে বলা যায়,

অনাদিকাল ধরে মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হবে। এর ফলে মহাবিশ্ব শীতল হতে থাকবে এবং একসময় প্রাণের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। এ রকম একটি সম্ভাব্য পরিস্থিতি আগে ‘হিট—ডেথ’ নামে পরিচিত ছিল। এখন বিগ ব্যাংয়ের সঙ্গে মিল রেখে বলা হয় ‘বিগচিল’ বা ‘বিগফ্রিজ’।

হিজাব নিষিদ্ধ হলো এই কলেজে!

ভোপাল, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। কর্ণাটকের শিক্ষাক্ষেত্রে হিজাব নিষিদ্ধ নিয়ে তোলপাড় দেশ। মামলা গড়িয়েছে নীর্থ আদালতে। এই প্রেক্ষিতে মধ্যপ্রদেশের একটি কলেজে নিষিদ্ধ হল হিজাব। মঙ্গলবার মধ্যপ্রদেশের দাতিয়া জেলার এক সরকারি কলেজে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মহিলা মোর্চা ‘দুর্গা বাহিনী’র আন্দোলনের প্রেক্ষিতে কলেজ কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে খবর। ‘দুর্গা বাহিনী’র দাবি, কলেজ ক্যাম্পাসে মুসলিম ছাত্রীরা হিজাব পরে আসতে পারবেন না। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হল নয়া বিতর্ক। কর্ণাটক হাইকোর্টের অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশে বলা হয়েছে, সিদ্ধান্ত না নেওয়া পর্যন্ত আপাতত সে রাজ্যের পড়ুয়ারা হিজাব পরে স্কুল বা কলেজে আসতে পারবেন না। এ নিয়ে মঙ্গলবারও একাধিক মামলার শুনানি চলে আদালতে। তার মধ্যেই সামনে এল মধ্যপ্রদেশের ঘটনা। সোমবার দাতিয়া সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ ডিআর রাহুল জানান, কোনও সম্প্রদায়ের পরিচ্ছদ বলে পরিচিত এমন কোনও পোশাক পরে আসতে বারণ করা হয়েছে পড়ুয়াদের। সেটা হিজাব হতে পারে কিংবা

অন্য কোনও সম্প্রদায়ের পোশাক-পরিচ্ছদ। জানা গিয়েছে, সোমবার দুই কলেজ ছাত্রী হিজাব পরে ক্লাসে ঢোকার পর আন্দোলন শুরু করে ‘দুর্গা বাহিনী’। ঘেরাও হন কলেজের অধ্যক্ষ। তাদের দাবি, কলেজ ক্যাম্পাসে হিজাব নিষিদ্ধ করতে হবে। তার পরেই এই কলেজ কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্ত বলে খবর। তবে অধ্যক্ষের দাবি, কলেজের মধ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাঁর আরও দাবি, আগে কলেজে কেউ হিজাব পরে আসতেন না। কিন্তু কর্ণাটকে হিজাব-বিতর্ক শুরু হওয়ার পর পরই কয়েকজন ছাত্রী হিজাব পরে ক্লাসে আসতে শুরু করেন। অন্য দিকে এই ঘটনা প্রসঙ্গে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নরোত্তম মিশ্রের দাবি, মধ্যপ্রদেশে হিজাব শুনে কোনও বিতর্ক নেই। দাতিয়া কলেজের ঘটনা শুনে জেলাশাসককে কার্যকরী পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। উল্লেখ্য, গব সপ্তাহে সাতনার একটি কলেজে হিজাব পরে আশার ‘অপরাধে’ এক ছাত্রীর কাছে ক্ষমা চেয়ে চিঠি দিতে বলেন অধ্যক্ষ।

ডাক্তার পরিচয়ে
সাত রাজ্যে
১৪ বিয়ে!

ভুবনেশ্বর, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। কে ছিল না তাঁর শিকারের তালিকায়! আইনজীবী, চিকিৎসক, নার্স, আধাসেনায় কর্মরতা মহিলা, এমনকি বেশ কয়েকজন উচ্চশিক্ষিতা মহিলাও। ৪৮ বছরে দিল্লি, পাঞ্জাব, অসম, ঝাড়খণ্ড এবং ওড়িশা-সহ সাত রাজ্যে ১৪টি বিয়ে করে অবশেষে পুলিশের জালে ধরা পড়লেন বছর ষাটের প্রৌঢ়া বিধুপ্রকাশ সোয়েন। সোমবার তাঁকে ভুবনেশ্বর থেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। অভিযুক্ত ওড়িশার কেন্দ্রা পাড়ার পাতকুড়া থানার বাসিন্দা। বিবাহ-সম্পর্কিত ওয়েবসাইটগুলিতে নিজেকে চিকিৎসক হিসেবে পরিচয় দিয়ে মহিলাদের সঙ্গে আলাপ জমাতেন। শিকার হিসেবে বেছে নিতেন মূলত মাঝবয়সি অবিবাহিতা মহিলা, ডিভোর্সিদের। এভাবে একে একে তাঁর শিকারের ফাঁদে ফেলেন মহিলা চিকিৎসক, আধাসেনায় কর্মরতা মহিলা, আইনজীবী এমনকি উচ্চশিক্ষিতা মহিলাদেরও। অভিযুক্তের প্রথম শিকার ১৯৮২ সালে। ওই বছরে এক মহিলাকে বিয়ে করেন তিনি। দ্বিতীয়া বিয়ে করেন ২০০২ সালে। ভুবনেশ্বরের ডেপুটি পুলিশ কমিশনার উমাশঙ্কর দাশ জানিয়েছেন, প্রথম এবং দ্বিতীয় ক্ষমের স্ত্রীর মোট পাঁচ সন্তান। ২০০২ থেকে ২০২০-র মধ্যে বিবাহ-সম্পর্কিত ওয়েবসাইটে গিয়ে মহিলাদের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে তাঁদের বিশ্বাস অর্জন করার পর বিয়ে করতেন এবং ঘটনাক্রমে যত জনকে তিনি বিয়ে করছেন, কেউই তাঁর আগের বিয়ে সম্পর্কে ঘৃণাকরেও টের পাননি। ডেপুটি পুলিশ কমিশনার জানিয়েছেন, বিয়ে করাই অভিযুক্তের মূল উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল চাকরিজীবী মহিলাদের বিয়ে করে তাঁদের টাকাপয়সা আত্মসাৎ করা। আর প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি বিয়ের

● এরপর দুইয়ের পাতায়

পশুখাদ্য জালিয়াতির
পঞ্চম মামলায় দৌষী
সাব্যস্ত লালু প্রসাদ

ফাইল ছবি

পাটনা, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। পঞ্চম পশুখাদ্য কেলেঙ্কারি মামলায় বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা আরজেডি দলের প্রধান লালুপ্রসাদ যাদবকে দৌষী সাব্যস্ত করল সিবিআই-এর বিশেষ আদালত। ভোরাভা ট্রেজারি থেকে ১৩৯ কোটি টাকার-ও বেশি টাকা তছরূপের অভিযোগে লালু-কে দৌষী সাব্যস্ত করল আদালত। শুক্রবার তাঁর শাস্তি ঘোষণা করা হবে বলেও সিবিআই-এর তরফে জানানো হয়েছে। পাঁচটি জালিয়াতি মামলাতেই মূল ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে লালুর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ আনা হয়েছিল। মঙ্গলবার পঞ্চম মামলার শুনানির জন্য সকালে আদালতে পৌঁছন লালু। শুনানি শেষে লালুকে দৌষী সাব্যস্ত করে রায় দেন বিচারপতি সি কে শর্মা। এর আগে ২৯ জানুয়ারি দু’পক্ষের যুক্তি শোনা শেষ হলেও রায় শুনানি বিচারপতি শর্মা। এই ঘটনার অভিযুক্ত তালিকায় মোট ১৭০ জনের নাম ছিল, যার মধ্যে ইতিমধ্যেই ৫৫ জন মারা গিয়েছেন। অভিযুক্তদের মধ্যে সাত জন রাজসাক্ষী হতে রাজি হন। এ ছাড়াও দুই অভিযুক্ত ইতিমধ্যেই জালিয়াতি সঙ্গে যুক্ত থাকার দায় স্বীকার করেছেন এবং ছয় জন এখনও পলাতক। মোট ৯৫০ কোটি টাকার এই জালিয়াতি মামলায় প্রধানত জনগণ উন্নয়নের তহবিল থেকে টাকা হাটানো অভিযোগ আনা হয়েছিল লালু-সহ বাকি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে। লালু ছাড়াও এই মামলায় মূল অভিযুক্ত হিসেবে প্রাক্তন সাংসদ জগদীশ শর্মারও নাম ছিল। এর আগেও ২০১৩ এবং ২০১৭ সালে অন্য দু’টি পশুখাদ্য মামলায় দৌষী সাব্যস্ত হওয়ার পর তাঁকে জেলে পাঠানো হয়। তাঁকে মোট ১৪ বছর কারাবাসের সাজা দেওয়া হয়েছিল এবং ৬০ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছিল। তবে দু’বারই তাঁকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়।

দাউদের বোন হাসিনা
পার্কারের বাড়িতে ইডি

মুম্বই, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। এনকোর্পোমেট ডিরেক্টর বা ইডির নজরে এবার দাউদ ইব্রাহিমের বোনের বাড়ি। সোমবার ও মঙ্গলবার ইডি বেশ কিছু জায়গায় তল্লাশি চালায়। সেই তালিকায় ছিল দাউদের মুম্বইবাসী বোন হাসিনা পার্কারের বাড়ি। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত এক জনকে আটক করা হয়েছে। আন্ডারওয়ার্ল্ড সম্পর্কিত অর্থপাচার তদন্ত মামলায় ইডি মুম্বইয়ে একজনকে আটক করা হয়েছে। এই ঘটনায় দাউদের বোন হাসিনা পার্কারের বাড়িতেও তল্লাশি চালায় তদন্তকারীরা। তবে হাসিনা পার্কারের বাড়ি থেকে কী কী উদ্ধার হয়েছে তা নিয়ে রীতিমত মুখে কুলুপ এঁটেছেন তদন্তকারীরা। মহারাষ্ট্রের রাজধানী মুম্বইয়ের প্রায় ১০টি জায়গায় একসঙ্গে তল্লাশি চালায় তদন্তকারী আধিকারিকরা। মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের অধীনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। ১৯৯৩ সালে মুম্বইয়ে সিরিয়াল রাস্ট্র সম্পর্কিত একটি মামলার তদন্ত নেমে এই তল্লাশি চালায় ইডি। সম্প্রতি একটি

এফআইআর-এর তদন্তে শুরু করেছে ইডি। তাতেই অভিযোগের আঙুল উঠেছে মুম্বই বিস্ফোরণের মাস্টারমাইন্ড ও পলাতক গ্যাংস্টার দাউদ ইব্রাহিমের দিকে। পাশাপাশি বেশ কিছু সংস্থাও ইডি বিস্ফোরণের সঙ্গে যুক্ত ছিল বলে অভিযোগ করা হয়েছে। অনেকটা একই তথ্য দিয়েছে গোয়েন্দা সংস্থাগুলি। মানি লন্ডারিং বিরোধী সংস্থা মুম্বই আন্ডারওয়ার্ল্ড-সংযুক্ত হাওয়া তোলাবাজি ও অবৈধ সম্পত্তি লেন-দেন সম্পর্কিত প্রমাণ খুঁজছে বলেও সূত্রের খবর। তারা বলছে সেই ঘটনায় বেশ কিছু রাজনৈতিক নেতাদের নামও জড়িয়ে রয়েছে। এজেন্সিগুলি সেইসমস্ত ব্যক্তিদের ইতিমধ্যেই ট্র্যাক করতেও শুরু করেছে। তবে দাউদ এদেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার পর তাঁর মুম্বইয়ের অধিকাংশ কাজই সামলাত তাঁর বোন হাসিনা পার্কার। পুলিশ সূত্রের খবর, হাসিনা তার সমস্ত অবৈধ কাজগুলি মুম্বইয়ের বাড়ি থেকেই চালাত। সেই কারণেই এদিন হাসিনার বাড়িতেও তল্লাশি চালানো হয়।

সুপারে ফরোয়ার্ডের টানা দ্বিতীয় জয়

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারিঃ প্রেসিং ফুটবল। অর্থাৎ প্রতিপক্ষের পায়ে বল থাকলেই তাকে তাড়া করা। পাস করার সুযোগ দিও না। পারলে বল ছিনিয়ে নাও। চলতি লিগে প্রেসিং ফুটবলের আদর্শ নমুনা পেশ করেছে লালবাহাদুর ব্যায়ামাগার। তাই প্রথম দিকে সেভাবে নিজেদের মেলে ধরতে না পারলেও যত সময় গড়িয়েছে তারা ছন্দে ফিরেছে। দাপট দেখিয়ে সুপার লিগেও উঠেছে। সুপারের প্রথম ম্যাচে এগিয়ে চল সংঘের বিরুদ্ধেও লালবাহাদুরের প্রেসিং ফুটবলের দাপট অব্যাহত ছিল। দূর্ভাগ্যজনকভাবে ম্যাচটি তাদের হারতে হলেও প্রশংসিত হয় গেলো। স্বভাবতই মদলবার ফরোয়ার্ড ক্লাবের বিরুদ্ধেও লালবাহাদুর কঠিন প্রতিপক্ষ হয়ে দেখা দেবে এমনই প্রত্যাশা ছিল। তবে যে কারণেই হোক এদিন উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে তাদের সেই ফুটবল কাজ করলো না। ফলে ফরোয়ার্ড ক্লাবের কাছে ৩-১ গোলে হেরে থোবা থেকে দূরে সরে গেলো। যদিও ম্যাচটি জিততে পারলে লালবাহাদুরও খেতাবি দৌড়ে থাকতে পারতো। তবে ফরোয়ার্ড ক্লাবের উন্নত ফুটবল শৈলীর কারণে এদিন দাঁড়াতেই পারলো না লালবাহাদুর। টানা দুইটি ম্যাচ জিতে খোতাবের কাছাকাছি পৌঁছে গেলো



ফরোয়ার্ড ক্লাব। যদিও এখনও অনেক অঙ্ক বাকি। শেষ পর্যন্ত কি হয় তা সময়ই বলবে। তবে এটা নিশ্চিত ফরোয়ার্ড এদিন যে ফুটবল খেললো তাদের পক্ষে খেতাব জেতা অসম্ভব নয়। ডিফেন্স থেকে আপফ্রন্ট প্রতিটি বিভাগই এদিন তেল দেওয়া মেশিনের মতো উঠা-নামা করলো। ফলে যে প্রেসিং ফুটবল দিয়ে এতদিন এগিয়েছে লালবাহাদুর তা এদিন কোন কাজেই এলো না। ৩-১ কেন, প্রাপ্ত সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে আরও বড় ব্যবধানে জিতে পারতো ফরোয়ার্ড ক্লাব। চিজোবা-র একটি দূরশুট

ক্রসবারে লেগে ফিরে আসে। পাশাপাশি তার আরও একটি শট রংখে দেয় লালবাহাদুরের গোলকিপার। অন্যথায় ব্যবধান আরও বাড়তে পারতো। ম্যাচ শুরু ২ মিনিটের মধ্যেই গোল করে এগিয়ে যায় ফরোয়ার্ড ক্লাব। লালবাহাদুরের একটি কর্ণার পেয়েছিল। সাফল্যের সাথে সেই কর্ণারকে রংখে দেয় ফরোয়ার্ড ক্লাবের রক্ষণভাগ। এরপর পাল্টা আক্রমণে উঠে আসে তারা। বল যখন মাঝমাঠে তখন লালবাহাদুরের গোলকিপার অযথা গোলপোস্ট ছেড়ে সামনে চলে আসে। তখনই

●এরপর দুইয়ের পাতায়

মাস্টার ট্রেনারদের প্রশিক্ষণ

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারিঃ রানি লক্ষ্মীবাই আশ্বরক্ষা প্রশিক্ষণের জন্য মাস্টার ট্রেনারদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পশ্চিম জেলা ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতরের উদ্যোগে পশ্চিম জেলার বিভিন্ন স্কুলে এই প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হবে। এতে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুকদের প্রয়োজনীয় নথি সহ আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে আবেদন করতে বলা হয়েছে।

স্কুল ক্রীড়ার অসমাপ্ত

আসরের সূচি প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারিঃ করোনার তৃতীয় ডেটে-র কারণে ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ড পরিচালিত রাজ্য স্কুল ক্রীড়ার অন্তর্গত দাবা, হকি এবং হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা স্থগিত রাখা হয়েছিল। এই তিনটি গেমের প্রতিযোগিতার নতুন সূচি ঘোষণা করেছেন ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের সচিব পাইমং মগ। অনূর্ধ্ব ১৪ এবং ১৭ বালক-বালিকা বিভাগের দাবা প্রতিযোগিতা আগামী ২৩ থেকে ২৫ ফেব্রুয়ারি মেলাখুরে অনুষ্ঠিত হবে। অনূর্ধ্ব ১৭ বালক বিভাগের হকি আসরও একই সময়ে মেলাখুরে অনুষ্ঠিত হবে এছাড়া অনূর্ধ্ব ১৭ বালক ও বালিকা বিভাগের হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা আগামী ২৩-২৫ ফেব্রুয়ারি কুমারখাটের গুকুলনগরে অনুষ্ঠিত হবে।

চলতি মাসেই দলবদল করার চেষ্টায় টিসিএ

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারিঃ শুধু অনূর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেট নয়, চলতি মাসেই ক্লাব ক্রিকেটের দলবদল প্রক্রিয়া শুরু করার চেষ্টা চলছে। এই ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছেন সচিব তিমির চন্দ। সভাপতি বা যুগ্মসচিব যেখানে ক্রিকেটয় পরিবেশ স্বাভাবিক করে তোলার ব্যাপারে কিছুটা নিষ্ক্রিয় সেখানে নিজের মতো করে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন সচিব। যদিও তার চেষ্টা কতটা সফল হবে তা সময়ই বলবে। মহকুমাগুলির সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে তার। টুর্নামেন্ট কমিটিকে এদিন আবার অনূর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেট শুরুর ব্যাপারে ইতিবাচক উদ্যোগ নিতে বলেছেন। প্রথম অবস্থায় ঠিক ছিল, মদলবার থেকেই শুরু হবে অনূর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেট। যদিও স্কুলগুলিতে বার্ষিক পরীক্ষার কারণে দেখিয়ে টুর্নামেন্ট কমিটি এগোয়নি। এই অবস্থায় এদিন ফের টুর্নামেন্ট কমিটির সাথে আলোচনা করলেন সচিব তিমির চন্দ। অনূর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেটের পাশাপাশি চলতি মাসেই যাতে ক্লাব ক্রিকেটের দলবদল প্রক্রিয়া

শুরু হয় সেই ব্যাপারেও ইতিবাচক উদ্যোগ নিয়েছেন সচিব। রাজ্যের সর্বকালের অন্যতম সেরা ক্রিকেটার তিমির চন্দ অস্বস্ত এটা বুঝতে পেরেছেন যে, আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম কিংবা মাঠ গড়ে তোলার চাইতেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ঘরোয়া ক্রিকেটের ধারাকে অব্যাহত রাখা। কারণ ঘরোয়া ক্রিকেট হলো এককথায় সাপ্লাই লাইন। এটাকে বন্ধ করে দেওয়া হলে এর প্রভাব পড়বে সামগ্রিক ক্রিকেটয় পরিবেশের উপর। তখন স্টেডিয়াম বা মাঠ থাকলেও ক্রিকেটারের দেখা মিলবে না। এমনিতেই গত কয়েক বছর ধরে ঘরোয়া ক্রিকেট একটা অস্বাভাবিক অবস্থায় রয়েছে। নতুন ক্রিকেটার উঠে আসার রাস্তা বন্ধ। এই বছরও যদি ঘরোয়া ক্রিকেট না হয় তাহলে আগামী বছর বিজয় মার্চেট এবং কোচবিহার ট্রফির দলগঠন করতে হিমশিম খাবে টিসিএ। নিজে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট খেলেছেন বলেই সমস্যাটা বুঝতে পেরেছেন সচিব। তাই নিঃস্বঃ উদ্যোগেই একটা চেষ্টা শুরু করেছেন যাতে ক্রিকেটাররা মাঠে নামতে পারে। তার এই চেষ্টা কতটা সফল হবে?

সি কে নাইডু-র শিবির নিয়ে বিস্মিত ক্রিকেট মহল

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারিঃ ৪০-র বেশি ক্রিকেটারদের নিয়ে চলছে সি কে নাইডু ট্রফির শিবির। স্বভাবতই ক্রিকেট মহল এই অপ্রয়োজনীয় শিবির নিয়ে বিস্মিত। সম্ভবত এই শিবির শুধুমাত্র ক্রিকেটারদের জন্য নয়, আরও বড় কোন মাথা এই শিবিরের ফায়দা ভুলছেন। এমেনাটাই জন্মনা ক্রিকেট মহলের। বর্জিত ট্রফির নির্ধক্ট ঘোষণা করেছে বিসিসিআই। কিন্তু সি কে নাইডু ট্রফি নিয়ে কোন ঘোষণা দেয়নি তারা। এই শিবির যাদের মাথা থেকে বেরিয়েছে তারা নাকি ঘনিষ্ঠ মহলে বলেছেন যে, স্বয়ং বিসিসিআই তাদের জানিয়েছে সি কে নাইডু ট্রফি হবে। তাই অনেক

আগে থাকতেই ক্রিকেটারদের প্রস্তুতি শুরু করেছে। যদিও টিসিএ-র এই মাথা-দের কথা কেউ বিশ্বাস করছে না। চলতি মরশুমে একের পর এক অস্বাভাবিক, অবৈজ্ঞানিক শিবিরের আয়োজন করেছে টিসিএ। যদিও অধিকাংশ শিবির ব্রেফ লোক-দেখানো বলেই ক্রিকেট মহলের অভিযোগ। অবিশ্বাস্য সংখ্যায় ক্রিকেটারদের শিবির গুলিতে ডাকা হয়। ক্রিকেটবোদ্ধারা বলছেন, বিষয়টা অত্যন্ত রহস্যময়। সবকিছুকে ছাপিয়ে গেছে বর্তমানে চলতে থাকা সি কে নাইডু ট্রফির শিবির। এই অপ্রয়োজনীয় শিবির আসলে কাদের স্বার্থ রক্ষা করছে সেটাই প্রশ্ন। কারণ

এই শিবিরের জন্য ক্রিকেটাররা কোনভাবে উপকৃত হবে এমন নয়। কিন্তু যাদের উপকৃত হওয়ার জন্য এই শিবির তারা ঠিকই উপকৃত হবে। সমস্ত প্রতিযোগিতা বন্ধ রেখে শিবিরের নামে এসব গ্রহন চলিয়ে যাচ্ছে টিসিএ। ক্রিকেট প্রেমীরা এতটা বোকা নয় যে, তারা আসল কারণটা ধরতে পারবে না। প্রাক্তন কিংবা বর্তমান ক্রিকেটার থেকে শুরু করে সাধারণ ক্রিকেট প্রেমী প্রত্যেকে এখন জেনে গিয়েছে যে, এসব শিবির আসলে কাদের স্বার্থ রক্ষা করেছে। বিস্ময়ের পারদ আরও উঁচুতে উঠবে তাদের। যখন আরও কিছু চমকে উঠা তথ্য পেশ করা হবে।

লক্ষ লক্ষ টাকার প্রাইজমানি যেখানে

টেনিস ক্রিকেটে জুয়ার আশঙ্কা প্রাক্তনদের

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারিঃ টিসিএ-র ক্রিকেটে ২০ হাজার টাকার লক্ষ লক্ষ টাকার বাজেটে টেনিস ক্রিকেটের মেগা আসর হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে, কোন কোন টুর্নামেন্টে ১০-১৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত খরচ হচ্ছে। লক্ষ টাকা ছাড়িয়ে এখন প্রথম পুরস্কার কয়েক লক্ষ টাকার গাড়ি পর্যন্ত উঠছে। কিছুদিন আগেও যেখানে রাজ্যে যে কোন খেলার প্রাইজমানি লক্ষাধিক টাকা ছিল এবার তা হটাৎ করে ১০-১৫ লক্ষ হয়ে গেছে। প্রশ্ন উঠছে, হটাৎ করে টেনিস ক্রিকেটেই এত টাকার আমদানি বা এত টাকার উৎস কি? অবশ্য এখন যে ১০-১৫ লক্ষ টাকার টেনিস ক্রিকেট হচ্ছে তা এক হয় শাসক দলের নেতা-মন্ত্রীর উদ্যোগে নতুবা শাসক দলের মন্তলের উদ্যোগে হচ্ছে। যেখানে টিসিএ ঘরোয়া মহিলা ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন দলকে ২০ হাজার টাকার প্রাইজমানি দিচ্ছে সেখানে শাসক দলের কোন এক মন্ডল

টেনিস ক্রিকেটে দিচ্ছে কয়েক লক্ষ টাকা। দামের গাড়ি। অর্থাৎ টিসিএ-র ক্রিকেটে ২০ হাজার টাকার মন্ডলের টেনিস ক্রিকেটে কমপক্ষে ৫-৬ লক্ষ টাকা। তবে শাসক দলের নেতা-মন্ত্রী বা মন্ডলের উদ্যোগে ১০-১৫ লক্ষ টাকা খরচ যে টেনিস ক্রিকেট হচ্ছে সেই টাকার (১০-১৫ লক্ষ) উৎস কি? কে জোগাচ্ছে এত টাকা? অভিযোগ, অনেক জায়গায় নাকি এমন সব লোক টাকা জোগাচ্ছে যারা মাফিয়া বা সমাজদ্রোহী হিসাবে চিহ্নিত। কোন কোন ক্ষেত্রে ঠিকাদার, পুলিশ অফিসারকে নাকি মোটা অঙ্কের টাকা দিতে হচ্ছে। শাসক দলের নেতা, মন্ত্রী বা মন্ডল নেতাদের চাপে অনেকই টাকা দিতে বাধ্য হচ্ছে। গোটা ঘটনায় রাজ্যের ক্রিকেট মহল কিন্তু অন্য কারণে চিন্তিত। তাদের আশঙ্কা, এই টেনিস ক্রিকেট থেকে আগামী দিনে জুয়া খেলার একটা প্রবণতা তৈরি হতে পারে। পাশাপাশি লক্ষ লক্ষ টাকার প্রাইজমানির নেশায়

এখন নাকি বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন রাজ্য থেকে ক্রিকেটার নিয়ে আসা হচ্ছে। অভিযোগ, টিসিএ-র রাজনীতির জন্য আজ একদিকে ঘরোয়া ক্লাব ক্রিকেটের যেমন সমাধি হচ্ছে তেমনি লক্ষ লক্ষ টাকার টেনিস ক্রিকেটে এখন অবৈধভাবে বাংলাদেশি এবং অন্য রাজ্যের খেলোয়াড়রা খেলে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে টিসিএ-র সভাপতির ভূমিকা রহস্যজনক। এরা জো শাসক দলের নেতা, মন্ত্রী এবং মন্ডলের টেনিস ক্রিকেটকে তুলে ধরতে গিয়ে বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি বিশেষ ভূমিকা নিলেও টিসিএ-র সভাপতি হিসাবে তিনি রাজ্য ক্রিকেটকে ধ্বংস করে দিচ্ছেন বলে ক্রিকেট মহলের অভিযোগ। এখন লক্ষ লক্ষ টাকার প্রাইজমানির নেশায় অনেক দল অবৈধ টাকায় বড় বাজেটের দল গড়ছে। এতে টেনিস ক্রিকেটে জুয়ার সম্ভাবনা বাড়ছে বলে আশঙ্কা ও অভিযোগ করছেন কয়েকজন প্রাক্তন ক্রিকেটার।

তামিল ভাষায় বিয়ের নিমন্ত্রণ পত্র চমক দিলেন অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটার

মেলবোর্ন, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। সাত পাকে বাঁধা পড়তে চলেছেন অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটার যেনে ম্যাক্সওয়েল। আগামী ২৭ মার্চ বিয়ে করতে চলেছেন দীর্ঘদিনের বাগদতাকে। ম্যাক্সওয়েল বিয়ের নিমন্ত্রণ পত্র ছাপিয়েছেন তামিলে। যা ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়েছে সামাজিক মাধ্যমে ম্যাক্সওয়েল বিয়ে করছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত বিনি রামনকে। অভিনেত্রী কস্তুরি শর্মার অস্ট্রেলীয় অলরাউটারের বিয়ের কার্ড টুইটারে পোস্ট করে দু'জনকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তামিলে নিমন্ত্রণ পত্র ছাপানোরও প্রশংসা করছেন বলে টেনিস ২০২০ সালে করোনা অতিমারি শুরুর ঠিক আগেই ম্যাক্সওয়েল-বিনির প্রেম পর্ব শুরু। দু'জনের পরিচয় অবশ্য ২০১৭ সালে। বেশ কয়েক বছর দু'জনকে এক সঙ্গেও দেখা গেছে। মেলবোর্নের মেস্টন গার্লস সেকেন্ডারি কলেজ থেকে চিকিৎসা

●এরপর দুইয়ের পাতায়

শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দিন-রাতের টেস্টের সূচি জানাল বোর্ড

নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ভারতের দিন-রাতের টেস্ট বেঙ্গালুরুতে। গোলাপি বলের সেই টেস্ট শুরু ১২ মার্চ থেকে। মোট তিনটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ এবং দুটি টেস্ট খেলবে দুই দল। বোর্ডের তরফে জানিয়ে দেওয়া হল বদলে যাচ্ছে সেই সূচি। টেস্ট নয়, আগে হবে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জানিয়ে দিল তারা। প্রথমে টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে দুই দল। ২৪, ২৬ এবং ২৭ ফেব্রুয়ারি টি-টোয়েন্টি ম্যাচগুলি খেলা হবে। প্রথম ম্যাচ হবে লখনউয়ে। পরের দুটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ হবে ধর্মশালাতে। প্রথম টেস্ট খেলা হবে মোহালিতে। সেই টেস্ট শুরু ৪ মার্চ। বেঙ্গালুরুতে পরের টেস্ট হবে দিন-রাতের। ১২ মার্চ থেকে শুরু সেই গোলাপি বলের টেস্ট। মোহালির সেই টেস্ট বিরাত কোহলির শতরান ম্যাচ। ৯৯টি টেস্ট খেলা হয়ে গিয়েছে বিরাতের। শতরান টেস্ট খেলতে পারেন দেশের মাটিতে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে। মদলবার বোর্ড সচিব জয় শাহ সূচি বদলের কথা জানিয়েছেন। এটি মুহুর্তে ভারতীয় দল ব্যস্ত কলকাতায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচেও প্রস্তুতি

●এরপর দুইয়ের পাতায়

মহিলা ফুটবলের উন্নয়নে বড় ক্লাবগুলিকে সঙ্গে নেওয়া উচিত

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারিঃ কোনভাবে মহিলা ফুটবল শেষ করেছে টিএফএ। যদিও তারকাখচিত ত্রিপুরা পুলিশ এবং উমাকান্ত কোচিং সেন্টার মহিলা লিগ ফুটবলে অংশ নেয়নি। এবার নকআউট মহিলা ফুটবল। জানা গেছে, মহাত্মা গান্ধী প্লে সেন্টারও নকআউট মহিলা ফুটবলে হয়তো খেলবে না। ত্রিপুরা পুলিশ তেও খেলবেই বাদ। তেমনিকি খেলবে না উমাকান্ত। ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল অনিশ্চিত। এই অবস্থায় চলমান সংঘ, কিল্লা ও জম্পুইজলা। তবে জানা গেছে, গুলিশের কয়েকজন উৎসাহী ফুটবল কর্তা মহিলা দল লিগে না খেললেও নকআউটে খেলবে বলে টিএফএ-তে নাম জমা দিয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মেসেজের ফুটবল দল আদৌ মাঠে নামে কি না সন্দেহ। জানা গেছে, মহিলা

ফুটবল দিন দিন গুরুত্ব হারাচ্ছে। এর পেছনে অন্যতম কারণ হলো আর্থিক ইস্যু। শহরের অন্যতম ক্লাব চলমান সংঘ। কিন্তু জানা গেছে, তাদের মহিলা ফুটবল দলের বাজেট নাকি শূন্য। চলমান সংঘের যিনি মহিলা ফুটবল দলের কোচ কাম প্রতিনিধি সেই সুজন সরকার-ই নাকি নিজের টাকায় দল গঠন করেন। টাকার অভাবে মাঠে নামছে না উমাকান্ত। মহাত্মা গান্ধী এবার বড় বাজেটের দল গড়লেও লিগ জিতেন না পারায় তারা হয়তো নকআউট মহিলা ফুটবলে খেলবে না টিএফএ-র বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে। জানা গেছে, গুলিশের ফুটবল যতটা গুরুত্ব পায় মহিলা ফুটবল ততটা গুরুত্ব পায় না। সম্ভবত কোন দলেই মেয়েরা ফুটবল খেলে তেমন টাকা পায় না। কেউ কেউ কিছু টাকা পেলেও তা সামান্য। এছাড়া মহিলা ফুটবল এখন আগরতলাতে হয় না

বলেলেই চলে। ক্রীড়া দফতর, ক্রীড়া পর্ষদের কোন নজর বা গুরুত্ব নেই মহিলা ফুটবলে। মহিলা ফুটবল বলতে এখন কিল্লা, জম্পুইজলা ও খানিকটা বিশ্রামগঞ্জ। বলতে দ্বিধা নেই, বাড়ালি মেয়েদের ফুটবল খেলা প্রায় লাটে উঠে গেছে এরাতে। যদিও একটা সময় যেভাবে বহুরা জাতীয় মহিলা ফুটবল ইউক বা স্কুল ক্রীড়ায় ত্রিপুরা কিন্তু অনেক সাফল্য পেয়েছে। গত বছরতো টিএফএ জাতীয় সিনিয়র মহিলা ফুটবলে অংশ নিতে পর্যন্ত পারেনি। টিএফএ, ক্রীড়া দফতর ও ক্রীড়া পর্ষদের বার্ষিক আর্থিক আয়ের ফুটবল অনেকটাই গুরুত্ব হারিয়েছে। ত্রিপুরা পুলিশ ও ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের মহিলা ফুটবল দলও সেভাবে খেলায় অংশ নিচ্ছে না। পুলিশের মহিলা ফুটবলাররা নাকি প্রায়কটিসের সুযোগ পর্যন্ত এখন পায় না। একদিকে মহিলা ফুটবল টিএফএ, ক্রীড়া দফতর এবং ক্রীড়া পর্ষদের রকম তো আনাদিক আগরতলার বড় ফুটবল ক্লাবগুলি

মহিলা ফুটবলে নজরই দেয় না। তবে এবার মহিলা ক্রিকেটে নজর দিয়ে দারুণ সাফল্য পেয়েছে ফুটবলের বড় ক্লাব এগিয়ে চল সংঘ। ছেলেদের ফুটবলের বড় ক্লাবগুলি যদি মহিলা ফুটবলে একট

●এরপর দুইয়ের পাতায়

রাজ্যভিত্তিক ব্যাডমিন্টন শুরু ১৯ শে

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে রাজ্যভিত্তিক ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা। যা চলবে ২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। রাজ্যের ৮ জেলার শাটলাররা এতে অংশগ্রহণ করবে। অনূর্ধ্ব ১৩, ১৫, ১৭, ১৯ বিভাগ ছাড়াও পুরুষ এবং মহিলাদের সিঙ্গেল ও ডাবলস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। আসরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্য ব্যাডমিন্টন সংস্থার সভাপতি শম্ভু দেববর্ম। রাজ্য সংস্থার তরফে সচিব সঞ্জীব কুমার সাহা এই সংবাদ জানিয়েছেন।

